ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-56 ■ 1 December, 2024 ■ আগরতলা ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশীদের চিকিৎসা বন্ধের দাবিতে আগরতলায় বেসরকারি হাসপাতালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। ভারতে বাংলাদেশী নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের অনুরোধ জানিয়েছেন প্রাণী বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

মূলত বাংলাদেশে ভারতীয় জাতীয় পতাকার অপমানের ঘটনায় এভাবেই গর্জে উঠেছেন তিনি। এদিকে বাংলাদেশী নাগরিকদের চিকিৎসা পরিসেবা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভকে ঘিরে আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতাল ওই দাবিকে সমর্থক জানিয়েছে। তারা বাংলাদেশী নাগরিকদের চিকিৎসা পরিসেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজ সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, যে অশিক্ষিত বর্বর মাদ্রাসা ছাপ জিহাদীরা আমার দেশের জাতীয় পতাকার অসম্মান করেছে, সেই দেশের জিহাদীরা আমাদের দেশে এসে চিকিৎসা পরিসেবা থেকে শুরু করে সব রকমের পরিসেবা নিচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করেন, যারা ভারত মাতার সুসন্তান তাঁরা অবিলম্বে এই জিহাদিদের চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিসেবা দেওয়া বন্ধ করবেন। তিনি বিনীত ভাবে সমস্ত ডাক্তারদের কাছে অনুরোধ করেছেন, এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে আপনারাও দায়িত্ব নিন ও দেশের জাতীয় পতাকার অপমানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার, হিন্দু সন্ন্যাসীদের গ্রেপ্তার এবং ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার বিষয়গুলো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। ওইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী সুধাংশু জিহাদিদের প্রতি চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিসেবা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে রাজধানী আগরতলায় বাংলাদেশের রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ করার দাবিতে আইএলএস হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখানো করা হয়। বহু মানুষ এই বিক্ষোভে সামিল হন এবং চিকিৎসা বন্ধের দাবিতে স্লোগান দিয়েছেন।

সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, আগামীতে তাঁরা জিবি হাসপাতালে একই দাবি নিয়ে যাবেন।

এইভাবে নিজ দেশের পতাকার অবমাননার বিষয়টি তাঁরা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। জনগণের দাবিতে এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর চরম আক্রমনের প্রতিবাদে আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশী রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাংলাদেশে আক্রান্ত রাজ্যের যাত্রীবাস, নিন্দা ও নিরাপত্তার দাবি পরিবহন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। ত্রিপুরা থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোডে শ্যামলী বাসটি আক্রান্ত হয়েছে। ভারতীয় যাত্রীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

আজ সামাজিক মাধ্যমে পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী লিখেছেন, ত্রিপুরা থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোডে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস গাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। ওই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গাড়িতে থাকা ভারতীয় যাত্রীরা।

তিনি আরও লিখেন, আজ ওই বাসটি বিশ্বরোডের এক পাস ধরেই যাচ্ছিলো। হঠাৎ বাসটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দুর্ঘটনার কবলে ফেলার জন্য ধাক্কা দেয় পণ্যবাহী একটি ট্রাক। একই সময়ে রাস্তায় থাকা একটি অটো বাসের সামনে লে আসে এবং শ্যামলী বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাজের প্রতি ক্লাবগুলোর দায়বদ্ধতা বেড়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। রাজ্যের ক্লাবগুলি বিভিন্ন জনহিতকর কর্মসূচির আয়োজন করছে। সমাজের প্রতি ক্লাবগুলির দায়বদ্ধতা অনেক বেড়েছে। এতে ক্লাবগুলির প্রতি এলাকাবাসীর আস্থা অনেক বেড়েছে। ক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচিতে মহিলাগণ ব্যাপকভাবে অংশ নিচ্ছেন। তাতেই বোঝা যায় এলাকার পরিবেশ সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ রয়েছে। আগামীদিনেও এই পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শারদ সম্মান-২০২৪ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এবছর মায়ের গমন এবং শারদ উৎসবে উৎকর্ষতার জন্য বিভিন্ন বিভাগে রাজ্যের ৪৭টি ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলিকে আজ পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে শারদ উৎসব আয়োজন করার জন্য ক্লাবগুলিকে পুরস্কৃত করায় আগামীদিনে অন্য ক্লাব এবং পুজো উদ্যোক্তারাও অনুপ্রাণিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্যসম্মত প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ক্লাবগুলি রক্তদান, বস্ত্রদান, স্বচ্ছতা অভিযানের মতো বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নানাভাবে আক্রমণ হচ্ছে। এই ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমাদের সেনা জওয়ানদের আত্মত্যাগের পাশাপাশি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অবদানও কম নয়। একথা ভুলে গেলে চলবে না। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনায় আমাদের সবার প্রতিবাদ করা উচিত।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, এবারের শারদোৎসবে সারা রাজ্যেই বিভিন্ন ক্লাব এবং পুজো কমিটিগুলি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে শারদোৎসবের আয়োজন করেছে। ক্লাবগুলিকে উৎসাহিত করতেই শারদ সম্মানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং ক্লাবগুলির সহযোগিতার জন্যই কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া এবছর শারদোৎসব অতিবাহিত হয়েছে। রাজ্যের বিধ্বংসী বন্যায় বিভিন্ন ক্লাব রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের পতাকাকে পায়ে মাড়ানোয় তোপ তসলিমার

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)।। ভারতের তেরঙ্গাকে পদতলে রেখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশিদের একাংশের বিরোধিতার প্রতিবাদ জানালেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

ওপার বাংলার উত্তপ্ত পরিবেশ, হিন্দু হত্যার নিয়ে প্রথম থেকেই ইউনুসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তসলিমা। এ কেমন অবমাননার চিত্র? যে পড়শি দেশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি

চট্টগ্রাম নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা বিভিন্ন সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। বাংলাদেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। বিভিন্ন সংগঠন চট্টগাম নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়া চিন্তাভাবনা করছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন, চট্টগ্রাম কিভাবে পাকিস্তানের অংশ হয়েছে। যেখানে দেশ ভাগের সময় ৯৭ শতাংশ অমুসলিম বসবাস করতেন। বর্তমানে সেখানে অমুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এখন সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠন চট্টগাম নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়া চিন্তাভাবনা করছে এবং প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে শূন্য পদ পুরণ এবং প্রয়োজন ভিত্তিক পদ সৃষ্টি করার জন্য আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, সরকারি চাকুরীর পাশাপাশি রাজ্যের যুবক যুবতীদের আত্মনির্ভর করে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে পরিবর্তন হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিঁড়ি থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। সিঁড়ি থেকে পরে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। গতকাল রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকায় ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খোয়াই নদীস্থিত চাকমাঘাটের বাঁধের পার বাঁধানো সিঁড়ি থেকে পরে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে নেপাল দেবনাথ(৪৮) নামে এক ব্যক্তির। গতকাল রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকায় ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের মতে, নেপাল দেবনাথ নাকি অধিকাংশ সময় নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকতো। শুক্রবার রাতেও নাকি নেপাল দেবনাথ নেশাগ্রস্ত অবস্থায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিশা কমিটির বৈঠক

কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্পগুলি যথা সময়ে শেষ করার আহ্বান বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ নভেম্বর।। আজ গোমতী জেলায় দিশা কমিটির বৈঠকে গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সভায় উপস্থিত ছিলেন এম জি এন রেগা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ (শহর), বিদ্যুৎ, মৎস, কৃষি, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ, বিদ্যালয় শিক্ষা, পূর্ত, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, জলসম্পদ, স্বাস্থ্য, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, বন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, ব্যাঙ্কসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ তাঁদের স্ব স্ব দপ্তরের উন্নয়ন মূলক কাজ গুলির বাস্তবায়নের তথ্য তুলে ধরেন।

সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোমতী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্থায়ি বেতনের দাবিতে এডিএম-র কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩০ নভেম্বর।। সেমি স্কিল কর্মী হিসেবে মজুরির বদলে, স্থায়ী বেতনের দাবিতে অনড় রেগা প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত মহিলা মেট কর্মীরা। শনিবার বিশ্রামগঞ্জ স্থিত সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রিঙ্কু লাঠোর কাছে এই মর্মে ডেপুটেশন দিয়েছেন তাঁরা।

এদিন, সকাল ১১ টায় জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রিঙ্কু লাঠোর এর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা জানান, ২০২১ সালে লিখিত পরীক্ষা এবং এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত এবং ভিলেজে রেগার কাজ করার জন্যই তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। রেগা প্রকল্পের কাজ হলে তাদের মজুরি দেওয়া হয়। প্রথম মজুরি ছিল ২৫৮ টাকা, যা পরে বেড়ে হয় ২৭২ টাকা। বর্তমানে কাজ হিসেবে ৩১০ টাকা মজুরি পান তারা। কিন্তু সময়মত মজুরি মিটিয়ে দেওয়া হয় না।

তারা আরো বলেন, রেগা প্রকল্পের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক স্বল্পতার প্রতিবাদে পথে স্কুল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩০ নভেম্বর।। কল্যাণ নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা ও শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। সাব্রুম থেকে মনুঘাট যাওয়ার ব্যস্ততম সড়ক অবরোধ করায় যাত্রীবাহী বেশ কিছু গাড়ি আটকা পড়ে যায়। অবশেষে এলাকার এক বিজেপি নেতার রক্ত চক্ষুর ভয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

শনিবার সাব্রুম থেকে মনুঘাট যাওয়ার রাস্তা বেলা সাড়ে ১১ টা থেকে কল্যাণ নগর উচ্চ বিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্কুলের এক শিক্ষিকা বদলি ও শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা দূর করতে শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়ে অবরোধ করতে বসে। তখন সেখানে এলাকার এক নব্য বিজেপি নেতা দীপক পাল উপস্থিত হন। তিনি স্কুল পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যানের পাশাপাশি বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বারও। পথ অবরোধে বসা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকাশ্যে হুমকি গালিগালাজ করেন তিনি।

বিজেপি নেতা দীপক পাল ছাত্রদের ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন তারা পথ অবরোধে বসেছে এবং কার অনুমতিতে বসেছে। অবশেষে এই বিজেপি নেতার রক্ত চক্ষুর ভয়ে স্কুলের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তের ২০ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। ১১ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তির কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদন্ডের রায় দিয়েছে কৈলাসহর বিশেষ আদালত। কৈলাসহর বিশেষ আদালত। ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর অভিযুক্ত পিন্টু দাসকে (অরুন) দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিং। এবিষয়ে স্পেশাল পিপি বলেন, ফটিকরায় লালজুরির এলাকার বাসিন্দা ৩৮ বছরের পিন্টু দাস (অরুন) ১১ বছরের নাবালিকে ধর্ষণ করেন। তখন নাবালিকার মা বাড়িতে ছিলেন না। পরর্বতী সময়ে নির্যাতিতা তার মাকে ঘটনাটি জানিয়েছেন। কৈলাসহর থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। স্পেশাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিগমের কর্মীদের ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা বিদ্যুৎ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আগামী ১ নভেম্বর থেকে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, পূজোর দিনগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে স্বাভাবিক রাখতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কর্মীরা। বলেন সে কারণেই রাজ্যের পিএসইউ গুলোর মধ্যে খুব সম্ভবত বিদ্যুৎ নিগমই প্রথম পিএসইউ, যাদেরকে নভেম্বর মাসের বেতনের সঙ্গেই মহার্ঘ ভাতা প্রদান করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিগমের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস।এর জন্য প্রতি মাসে অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে ৫৫ লক্ষ টাকা। টিপিটিএল এবং টিপিজিএল আলাদা পিএসইউ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও এখনো যেহেতু টিএসইসিএল অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ছাতার তলাতেই একসঙ্গে কাজ করছে এই সংস্থা সমূহ, টিএসইসিএল থেকে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মহার্ঘ ভাতা প্রদান একসঙ্গেই হবে। মন্ত্রী আরো বলেন কিছুদিন আগে বন্যার সময় এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, আধিকারিক এবং প্রকৌশলীরা যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন, তা ধন্যবাদযোগ্য। এজন্য নিগম থেকে তাদেরকে এককালীন সামান্য উৎসাহ ভাতাও দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট বিদ্যুৎ গ্রাহক ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৯১৮ জন। এর মধ্যে প্রিপেইড গ্রাহক ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮৩ জন। পোস্টপেইড গ্রাহক ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৩৫ জন। ২০১৮ সালে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯৫৫ জন। রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা ২৫০ মেগাওয়াট।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে অষ্টলক্ষ্মী উৎসবের সূচনা করবেন মোদী

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৬ ডিসেম্বর নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপে তিন দিনব্যাপী অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব ২০২৪-এর উদ্বোধন করবেন। এই মহোৎসব উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যে, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিমের সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক এবং শিল্পসম্পদ প্রদর্শন করবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগর চাষ, রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ নভেম্বর।। ত্রিপুরার আগর শিল্পকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে রাজ্য সরকার। কদমতলা ব্লকের বরগুল এলাকায় একটি আগর হাব গড়ে তোলারও কাজ করা হচ্ছে। এই হাব আগর ব্যবসায়ীদের উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং নতুন প্রজন্মকে এই শিল্পে আগ্রহী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার নামকরণের সাথে আগর গাছের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বলা হয়, আগর গাছের নাম থেকেই আগরতলার নামকরণ হয়েছে। যদিও বর্তমানে আগরতলায় আগর গাছ তেমন দেখা যায় না। তবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লক এই গাছের জন্য বেশ পরিচিত। এই এলাকার উত্তর ফুলবাড়ী গ্রামের মোহাম্মদ আনফর আলী একজন প্রতিষ্ঠিত আগর ব্যবসায়ী এবং এই শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ।

মোহাম্মদ আনফর আলী প্রায় ২০ বছর ধরে তার ছয় কানি জমিতে আগর গাছের চাষ করছেন। বাড়িতেই তিনি একটি বৃহৎ আগর শিল্পের কারখানা গড়ে তুলেছেন যার নাম দিয়েছেন মামন এন্টারপ্রাইজ, যা ত্রিপুরা রাজ্যে তাকে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত করেছে। তিনি ত্রিপুরা আগর অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসেবেও নিযুক্ত রয়েছেন। তার বাগানে প্রায় ১০ হাজার ছোট-বড় আগর গাছ রয়েছে। এছাড়াও তিনি কদমতলা ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগর গাছ সংগ্রহ করেন।

তার ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিদিন প্রায় ৪০ থেকে ৪২টি পরিবারের লোকজন কাজ থাকে। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্য্যন্ত এখানে কাজ চলে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে মূলত আগর গাছ থেকে আগর উড চিপস এবং আগর তেল উৎপাদন করা হয়, যা বহিররাজ্যে রপ্তানি করা হয়।

আনফর আলী জানান, ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৪ কোটি ৭১ লক্ষ পরিপক্ক আগর গাছ রয়েছে। তবে এই সংখ্যা পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকেই সবচেয়ে বেশি এবং উন্নতমানের আগর গাছ রয়েছে। আনফর আলী ত্রিপুরার আগর শিল্পকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছেন। তিনি দিল্লিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার চাষিদের পরামর্শ দিয়েছেন আগর গাছ সম্বন্ধে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং
১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

এইডস দিবসের ভাবনা

এইডস এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি। এই ব্যাধি মুক্ত করিবার একমাত্র উপায় হইল সচেতনতা বৃদ্ধি করা। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করিয়া আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরায় এইচআইভি এবং এইডসের প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। নিরাপদে মাদক ব্যবহারের কারণে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এর প্রবণতা মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। এইডস কন্টোল সোসাইটিসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এইচআইভি এইডস প্রতিহত করিবার জন্য নানা সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করিলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। শিরাপথে মাদক ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করিতে না পারলে এই প্রবণতা বন্ধ করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না।

১লা ডিসেম্বর বিশ্বজুড়িয়া পালিত হইতেছে বিশ্ব এইডস দিবস। এই দিনটি প্রতিবছর এইচআইভি এইডস সচেতনতা বৃদ্ধি, আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ এবং এই রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।এইডস হলো এইচআইভি ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট একটি রোগ যা মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে। এইচআইভি ভাইরাস রক্ত, যৌন সম্পর্ক, মায়ের দুধ বা ইনফেক্টেড সূঁচের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। এইডসের এখনও কোনো স্থায়ী প্রতিকার নাই, তবে সময়মতো চিকিৎসা যেমন: অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি শুরু করিলে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায়।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২৪-এর থিম হলো “জত্রখস্তুদ্রত্ত্বদ্র গুদ্রত্র স্কত্রত্বত্ম: স্কদ্রস্তুদ্রত্ব জ্জদ্রত্রত্ত্বস্তুখস্তুইত্র”। এর মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিটি ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সঠিক তথ্য জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব এইডস দিবসের ভাবনা হইলো এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক কুসংস্কার দূর করা এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন। এর মূল লক্ষ্য হইলো একটি সমাজ গঠন করা যেখানে কেউ এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার না হয় এবং তাহারা সঠিক চিকিৎসা ও সমর্থন পায়।

এইডস দিবসের মূল ভাবনা ও লক্ষ্য হইল সচেতনতা বৃদ্ধি। মানুষকে এইচআইভি কীভাবে ছড়ায় এবং কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে অবহিত করা।এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক মনোভাব দূর করা এবং তাহাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

যাহারা এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত, তাহাদের সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

বিশ্বের এমন অঞ্চল বা গোষ্ঠী যেখানে এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় পিছিয়ে আছে, তাহাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া।ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা। একটি এইডস-মুক্ত পৃথিবী গড়িতে, নতুন সংক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।বিশ্ব এইডস দিবস আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে 'স্বাস্থ্য সবার মৌলিক অধিকার' এবং বৈষম্যহীন সমাজ গঠনই এই রোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র।এইডস প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে, যাহা স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচালিত হইতেছে। ভারতে জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো এইচআইভি এইডস নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। এইচআইভি এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, যেমন গণমাধ্যম প্রচারণা, বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম, এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে কমিউনিটি আউটরিচ।বিশেষত সংক্রমণের হার বেশি এমন অঞ্চলে, যেমন উত্তর-পূর্ব ভারত, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম, পৃথকভাবে সেবা প্রদান এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হইতেছে।এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ কমানো এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানসম্মত জীবন নিশ্চিত করিবার চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে।

ওয়াকফ নিয়ে পথে বাংলার শাসকদল, সমাবেশ ঘিরে সতর্কতা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): ওয়াকফ নিয়ে পথে বাংলার শাসকদল। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ওয়াকফ বিল নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে শনিবার রানি রাসমণি রোডে সমাবেশের ডাক দিয়েছে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল। এই সমাবেশে বিশেষ সতর্কতার ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলকে মুসলিম সমাজের স্বার্থ বিরোধী হিসেবে অভিহিত করে সমাবেশ ডেকেছে তৃণমূল। শনিবার সভা শুরুর অনেক আগে থেকেই লোক আসতে শুরু করেছে। রয়েছে পুলিশি সতর্কতাও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হওয়া এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন জেপিসি কমিটির অন্যতম সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ফিরহাদ হাকিম-সহ অন্যান্যরা। থাকবেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনও।

প্রসঙ্গত, ওয়াকফ নিয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেনি কেন্দ্র। এই অভিযোগে আগেই সংসদে সরব হয়েছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে বিধানসভা অধিবেশন থেকে কড়া বিবৃতি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে মুর্শিদাবাদের যুবক ধৃত

এর্নাকুলম (কেরল), ৩০ নভেম্বর (হি.স.): স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে কেরলে গ্রেফতার হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের এক বাসিন্দা। ধৃতের নাম শিববাহাদুর ছেত্রী। বাড়ি মুর্শিদাবাদে। শনিবার সকালে কেরলের এর্নাকুলম থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে স্ত্রী মামণি ছেত্রীর (৩৯) সঙ্গে বচসা বাধে শিববাহাদুরের। সেই সময়ে তিনি স্ত্রীর শরীরে দা দিয়ে কোপ বসিয়ে দেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর দ্রুত ওই মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় মহিলার। কী কারণে তাঁকে খুন করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে এর্নাকুলম গ্রামীণ পুলিশ। তবে প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহের জেরে স্ত্রীকে খুন করে থাকতে পারেন শিববাহাদুর।

ওই দম্পতি এর্নাকুলমের কাছে পালাক্কাত্তুতাজমে একটি কলোনিতে থাকতেন। শনিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দু'জনের বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। তর্কাতর্কি ক্রমে বাড়তে থাকে এবং বচসার এক পর্যায়ে স্ত্রীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন শিববাহাদুর। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীরে চন্দ্রভাগা নদীতে পড়ল গাড়ি; মৃত্যু এক মহিলার, নিখোঁজ দু''জন

শ্রীনগর, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চেনাব (চন্দ্রভাগা) নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। এছাড়াও দু''জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শনিবার সকালে ডোডা জেলার শিব সেতুর কাছে একটি গাড়ি খাদে পড়ে যাওয়ার পর, চেনাব নদীতে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং আরও দু''জন নিখোঁজ রয়েছেন। চারিয়া গ্রাম থেকে জম্মু যাওয়ার পথে একটি অল্টো গাড়ি হাইওয়ে থেকে উল্টে ডোডার কান্ধোতে-শিব সেতুর কাছে চেনাব নদীতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজ শুরু হয়, এক মহিলার দেহ উদ্ধার হলেও দু''জনকে খুঁজে যাওয়া যায়নি।

জলপাইগুড়িতে পাচারের আগে ১৫১ কেজি গাঁজা—সহ ধৃত চার

রাজগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : পিকআপ ভ্যানে গোপন চেম্বার বানিয়ে গাঁজা পাচারের চেষ্টা। পাচারের আগে ১৫১ কেজি গাঁজা সহ চারজনকে গ্রেফতার করলো এসটিএফ।

শনিবার সকালে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফাটাপুকুর সংলগ্ন টোল প্লাজা এলাকায় পিকআপ ভ্যান থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়।ঘটনায় দুটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।ধৃতরা হল মৌসম সরকার, হাবলু হুসেন, রফিকুল মিয়াঁ ও উত্তম চন্দ্র নারায়ণ।প্রত্যেকের বাড়ি কোচবিহার জেলায়।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে শিলিগুড়ি এসটিএফ এর কাছে খবর আসে যে কোচবিহার থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে করে গাঁজা পাঁচারের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।সেই সূত্রের ভিত্তিতে ফাটাপুকুর টোল প্লাজার কাছে পিকআপ ভ্যানকে দাঁড় করায় এসটিএফ। পাশাপাশি ওই পিকআপ ভ্যানকে অনুসরণ করে আসতে থাকা আরও একটি চার চাকার যাত্রীবাহী গাড়িকেও দাঁড় করানো হয়।পিকআপ ভ্যানে তল্লাশি চালাতেই গোপন চেম্বারে মোট ২২ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়।উদ্ধার হওয়া গাঁজার ওজন প্রায় ১৫১ কেজি।

গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুটি গাড়িতে থাকা চারজনকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। ধৃতদের রবিবার আদালতে তোলা হবে।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ।

নাম ভাঁড়িয়ে চাকরি, পার্ক স্ট্রিটের হোটেল থেকে ধৃত বাংলাদেশের নাগরিক

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): পার্ক স্ট্রিট এলাকার একটি হোটেল থেকে শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করা হল বাংলাদেশের এক নাগরিককে। বাংলাদেশের অশান্তির আঁচ পড়েছে ভারতেও। তার মধ্যে এই ঘটনায় শোরগোল কলকাতায়। যুবক কী উদ্দেশ্যে কলকাতায় বসবাস শুরু করেছিলেন? কীভাবে তৈরি করেছিলেন ভুয়ো নথি? সঙ্গে আর কার যোগ রয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু'বছর আগে বেআইনি ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তিনি। তার পর নাম ভাঁড়িয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট বানিয়ে কাজ নিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রিটের ওই হোটেলে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ৪২ বছরের ওই বাংলাদেশি নাগরিকের নাম সেলিম মাতব্বর। তাঁর কাছ থেকে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট উদ্ধার হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে আধার কার্ডের ফোটোকপি (জেরক্স)। সেখানে তাঁর নাম রবি শর্মা। পাসপোর্টে 'জন্মস্থান' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে রাজস্থান। রয়েছে দিল্লির একটি ঠিকানাও। ভারতীয় পাসপোর্টটি জাল করা না কি নাম ভাঁড়িয়ে বানানো, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নথি কাগজপত্র ব্যবহার করেই কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মার্কুইজ স্ট্রিটের একটি হোটেলে কাজ করতে শুরু করেছিলেন তিনি। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তাঁকে পাকরাও করে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ। মেলে ভারতের সচিত্র পরিচয়পত্র। কলকাতায় থাকাকালীন নিয়মিত ওইদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন রবি। সেখানকার বাসিন্দারা এলে তাঁদের কলকাতায় থাকার ব্যবস্থাও করতেন যুবক। রীতমতো ব্যবসা পেতে বসেছিলেন। এর নেপথ্যের কারণ জানার চেষ্টায় পুলিশ।

অপরাজিতা বিলকে কেন্দ্রের দ্রুত স্বীকৃতির দাবিতে মিছিল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): নারী ও শিশুদের যৌন নির্যাতন বন্ধে বিধানসভায় পাশ হওয়া অপরাজিতা বিলকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত আইনি রূপ দিতে হবে। শনিবার এই দাবি নিয়ে রাজ্যজুড়ে মিছিল করছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস।

রাজ্যের সমস্ত ব্লকে ব্লকে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের এই মিছিলের পাশাপাশি আগামী রবিবার সমস্ত ব্লকেই একই ইস্যুতে ধরনা হবে বলে শুক্রবার সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী ও অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন।

দক্ষিণ কলকাতায় যাদবপুর থানার সামনে থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত মহিলাদের যে মিছিল হবে সেখানে নেতৃত্বে থাকবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও সাংসদ মালা রায় ও চৈতালি চট্টোপাধ্যায়।

মিছিল শেষ হবে গোলপার্কে। উত্তর কলকাতায় একই ইস্যুতে শ্যামবাজার থেকে হেদুয়া পর্যন্ত মিছিল করবেন তৃণমূলের মহিলারা। নেতৃত্বে থাকবেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সুপ্তি পাণ্ডে, স্মিতা বক্সি, মালা সাহা ও সোহিনী মুখোপাধ্যায়রা।

রবিবার হাজরা মোড়ে দুপুর দুটো থেকে ধরনা হবে। এছাড়া বেহালা ও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রেও অপরাজিতা বিলকে দ্রুত আইনে পরিণত করার দাবিতে ধরনায় বসবেন তৃণমূলের মহিলারা।

বড়বাজারে আগুন, গভীর রাতে ভস্মীভূত একাধিক দোকান

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): মাসখানেকের ব্যবধানে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কলকাতার বড়বাজারে। স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিটের একটি গুদামে।

আগুনে ভস্মীভূত একাধিক দোকান। খবর পেয়ে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঘনঘন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ী মহলে।

শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিটের একটি বহুতলের দোতলা থেকে আগুনের শিখা দেখা যায়। শীতের রাত হওয়ায় অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ফলে আগুন আশেপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।

নগাঁওয়ের কদমণিতে চার চাকার গাড়ির ধাক্কায় হত ছাত্র

নগাঁও (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত বটদ্রবার কদমণিতে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক স্কুলছাত্রের। স্কুল ছুটির পর স্বগৃহে যাওয়ার পথে এএস ০২ এএন ৯৭৪৪ নম্বরের একটি চার চাকার গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তার। নিহতকে কদমণি পথার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র জুনাইদ আলম বলে শনাক্ত করা হয়েছেএ।

জানা গেছে, আজ শনিবার দুপুরে স্কুল ছুটির পর অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে জুনাইদ পায়ে হেঁটে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাছিল। সে সময় নগাঁও থেকে ধিং অভিমুখী দুরন্ত গাড়ির ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জুনাইদের।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ।

তিন দিন বিভিন্ন রুটে বন্ধ একাধিক লোকাল ট্রেন

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.):শনিবার থেকে টানা তিনদিন পূর্ব রেলের তিনটি রুটে বাতিল থাকবে একাধিক লোকাল ট্রেন।

রেল সূত্রের খবর, কোথাও রেল সেতু সংস্কার, আবার কোথাও সাবওয়ে তৈরির কাজ হবে। তারই জেরে হাওড়া ডিভিশনের কাটোয়া, তারকেশ্বর ও কৃষ্ণনগর-লালগোলা রুটের একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করা হয়েছে। কয়েকটির সময়সূচিতেও বদল আনা হয়েছে।

জানা যাচ্ছে, তিনদিনে সংশ্লিষ্ট রুটিগুলিতে মোট ৩৬টি ট্রেন চলবে না। কাটোয়া রুটে একটি রেল সেতুর সংস্কার হবে। এজন্য শনিবার কাটোয়া থেকে- ০৩০৬১, ০৩০৯৫, ০৩০৯৯ এবং আজিমগঞ্জ থেকে- ০৩০৯৬, ০৩০৬২, আহমদপুর থেকে- ০৩১০০ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

রেল সেতুর সংস্কার হবে তারকেশ্বর সেকশনেও। যে কারণে সংশ্লিষ্ট রুটে শনি ও রবিবার মোট ২২টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শনিবার হাওড়া থেকে তারকেশ্বর রুটে- ৩৭৩৪৯, ৩৭৩৫১ এবং তারকেশ্বর থেকে হাওড়া রুটে ৩৭৩৫৪ ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।

একইভাবে আগামীকাল রবিবার হাওড়া-তারকেশ্বর ৩৭৩০৯, ৩৭৩১১, ৩৭৩১৩, ৩৭৩১৫ এবং ৩৭৩১৭, শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর ৩৭৪১১, ৩৭৪১৫, হাওড়া-আরামবাগ ৩৭৩৫৯, হাওড়া-গোঘাট ৩৭৩৭১, ডাউনে তারকেশ্বর-হাওড়া ৩৭৩১২, ৩৭৩১৪, ৩৭৩১৬, ৩৭৩১৮, ৩৭৩২০, ৩৭৩২২, তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি ৩৭৪১২, ৩৭৪১৬, আরামবাগ-হাওড়া ৩৭৩৬০, গোঘাট-হাওড়া ৩৭৩৭২ ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, সাবওয়ে তৈরির কাজ হবে কৃষ্ণনগর-লালগোলা সেকশনেও। যার জেরে আপ ও ডাউন লাইনে বাতিল করা হয়েছে কলকাতা-লালগোলা (০৩১৯৩, ০৩১৯৪) মেমু প্যাসেঞ্জার এবং কৃষ্ণনগর সিটি-আজিমগঞ্জ (০৩০১৯, ০৩০২০) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল। এছাড়াও তিনটি রুটে কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচিতেও বদল আনা হয়েছে।

কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর, তুষারপাতে বান্দিপোরা-গুরেজ সড়ক অবরুদ্ধ

শ্রীনগর, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর, শীতে রীতিমতো জমে যাচ্ছে লাদাখ। কাশ্মীরের অধিকাংশ স্থানেই শনিবার তাপমাত্রার পারদ থাকল হিমাঙ্কের নীচেই। আবার তুষারপাতের কারণে বান্দিপোরা-গুরেজ সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে কাশ্মীরের উঁচু পাহারা।

শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ, পহেলগাম থেকে সোনমার্গ সর্বত্রই এখন কনকনে ঠান্ডা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজদান চূড়ায় নতুন করে তুষারপাতের কারণে বান্দিপোরা-গুরেজ সড়ক সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে চালক ও যাত্রীদের এই সড়ক এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়িতে দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু একজনের

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির নকশালবাড়িতে জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিকে ধাক্কা মারে আরেকটি লরি। এই ঘটনায় এক লরি চালকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত লরি চালকের নাম জিতেন্দ্র যাদব। তিনি বিহারের মুজাফফরপুরের বাসিন্দা ছিলেন। শনিবার সকালে নকশালবাড়ি জাতীয় সড়কের রথখোলা মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে খড়িবাড়ি বিভাগের পানি ট্যাংকিতে একটি ট্রাক আটকে যায়। এর জেরে জাতীয় সড়কে যানজট হয়ে যায়।

বিকশিত ভারত এখন আর শুধু স্বপ্ন নয়, বরং চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): বিকশিত ভারত এখন আর শুধু স্বপ্ন নয়, বরং চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য। জোর দিয়ে বললেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, দেশ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনও করবে। শনিবার সকালে নতুন দিল্লিতে ডেভেলপড ইন্ডিয়া ২০৪৭ : ভিশন অফ নিউ ইন্ডিয়া ৩.০ শীর্ষক একটি সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতীয় অর্থনীতি ও পরিকাঠামো, ডিজিটাল পরিকাঠামো ও ডিজিটাল বিচক্ষণতা এখন আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছে।

উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আইএমএফ বলেছে, ভারত বিনিয়োগ ও সুযোগের প্রিয় গন্তব্য। উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, সিস্টেমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এসেছে এবং ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ স্বল্পতম সময়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জনগণকে ট্রাস্টির মতো কাজ করতে হবে এবং সম্পদের বেপরোয়া শোষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

লোকসভায় একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে লড়াই চলছে : রাহুল গান্ধী

ওয়ানাড, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): লোকসভায় একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে লড়াই চলছে। শনিবার ওয়ানাডে আয়োজিত এক সভায় এমনটাই মন্তব্য করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, 'লোকসভায় আমরা একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমরা অনুভূতি, ভালবাসার কথা বলছি। তারা বিদ্বেষ, বিভেদ, হিংসার কথা বলে। সংবিধান বলছে, সব মানুষকে সমানভাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আদানির সঙ্গে অন্য ভারতীয়দের থেকে আলাদা আচরণ করা হবে।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আদানিকে আমেরিকায় অভিযুক্ত করা হয়েছে, আমেরিকায় তাকে অপরাধী বলা হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না। ভারতে, আমরা তাকে অভিযুক্ত করব না, তাদের হাতে পুরো সরকার আছে। তাদের হাতে মিডিয়া আছে। অর্থ, গোয়েন্দা সংস্থা, সিবিআই, ইডি, আইটি এবং আমাদের কাছে এর কিছুই নেই। আমাদের কাছে শুধু জনগণের অনুভূতি আছে। এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক যে, মানুষের অনুভূতি প্রতিবারই জয়ী হয়। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা বিজেপির আদর্শকে পরাজিত করব।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পার হতে গিয়ে ধৃত মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের ৬১ তম ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) জওয়ানরা এক ভারতীয় নাগরিককে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হতে দেখে আটক করেছে। অভিযুক্তের নাম কামাল হোসেন (২৬ বছর)। তিনি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা।

শনিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, অভিযুক্ত কামাল হুসেন অবৈধভাবে ভারত পেরিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তকে আরও তদন্তের জন্য স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কাউকে নিরাশ করবো না, ওয়ানাডের জনতাকে আশ্বাস প্রিয়াঙ্কার

ওয়ানাড, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): ওয়ানাডের জনতাকে আশ্বাস দিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। শনিবার ওয়ানাডে এক জনসভায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, 'আমি আপনাদের কাছ থেকে শিখতে এসেছি। আমি আপনাদের সমস্যাগুলি গভীরভাবে বুঝতে এখানে এসেছি। অবশ্যই রাতের নিষেধাজ্ঞা, মানুষ-প্রাণীর সংঘর্ষ, স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা, উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা আমি জানি।'

প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, 'আমি এখন এখানে এই সবের জন্য লড়াই করতে, আপনাদের সাথে কাজ করতে এবং সেগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে এসেছি। আমি আপনাদের বাড়িতে আসব, আপনাদের সাথে দেখা করব, আমার অফিসের দরজা খোলা। আমি আপনাদের নিরাশ করব না।' এদিন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন এই লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও।

সমাজবাদী পার্টি সব কিছুতেই রাজনীতি করতে চায় : প্রহ্লাদ যোশী

অযোধ্যা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): সমাজবাদী পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। উত্তর প্রদেশের সম্ভলে হিংসা ও সেখানে সমাজবাদী পার্টির প্রতিনিধি দলের যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ যোশী শনিবার বলেছেন, সমাজবাদী পার্টি সব কিছুতেই রাজনীতি করতে চায়। এদিন অযোধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, 'সমাজবাদী পার্টি সব কিছুতেই রাজনীতি করতে চায়।

শপথ নিলেন কেদারনাথের বিধায়ক আশা, শুভেচ্ছা বিনিময় মুখ্যমন্ত্রীর

দেহরাদূন, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): সাম্প্রতিক কেদারনাথ বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বিজেপির আশা নটিয়াল। শনিবার বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় শপথ নিয়েছেন তিনি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এদিন বিধানসভায় কেদারনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক আশা নটিয়ালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

পরে আশা নটিয়ালকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, 'বাবা কেদারের আশীর্বাদে কেদারনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ আশা নটিয়ালের প্রতি নিজেদের আস্থা প্রকাশ করেছে। আশা নওটিয়ালকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমরা কেদারনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের বিশ্বাস বজায় রাখব এবং এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করব। কেদারনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের জনগণকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করব, এটা "সনাতন"-এর জয়।'

উত্তর প্রদেশের শ্রাবস্তীতে টেম্পো ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৫, আহত ৬ জন

শ্রাবস্তী, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের শ্রাবস্তীতে টেম্পো ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। শনিবার জাতীয় সড়কের ওপর একটি টেম্পো এবং গাড়ির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন ও আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শনিবার ইকৌনার কাছে জাতীয় সড়ক ১৩০-এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলেই তিনজন এবং হাসপাতালে দু''জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর দু''টি টেম্পো ও গাড়িটি রাস্তার পাশে গর্তে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় টেম্পোটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একইসঙ্গে গাড়ির সামনের অংশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

খড়িবাড়িতে গাছ থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির খড়িবাড়িতে গাছ থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার সকালে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

মৃতের নাম সমীর বিরজা (২১)। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত এক মাস ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সমীর। শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ি না ফেরায় রাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর শনিবার গ্রামের আইসিডিএস সেন্টারের কাছে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় সমীরের দেহ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বাকসার অঞ্চলী এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক

বাকসা (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : বাকসা জেলার অন্তর্গত অঞ্চলী এলাকায় ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। নিহত কিশোরকে শিমলার পুখুরিপাড়া গ্রামের বছর ১৮-এর ধনঞ্জয় বড়ো বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গেছে, আজ শনিবার দুপুরের দিকে ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী ১২৭ (এ) নম্বর আন্তর্জাতিক মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। দ্রুতবেগী একটি মোটর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজপথে উল্টে যায়। উল্টে গিয়ে বেশ কিছু দূর বাইক গড়িয়ে পড়লে আরোহী ধনঞ্জয় বড়ো ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে।

পর্বতঝোরায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার দুটি চুরির গরু, আটক এক

কোকরাঝাড় (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : কোকরাঝাড়ের পর্বতঝোরা কাজিগাঁও পুলিশের অভিযানে চুরির দুটি গরু উদ্ধার হয়েছে। গরু চুরি করে পাচারের অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, কালভাণ্ডারি থেকে দুটি গরু চুরি করে তা পাচার করতে গিয়ে কাজিগাঁও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। গরু সহ যুবকক থানায় নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গেছে। তবে ধৃত গরু চোরের নাম-ধাম এখনই প্রকাশ করতে চাইছে না পুলিশ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য বিধিসম্পন্ন বেডরোল দিয়ে আসছে

মালিগাঁও, ৩০ নভেম্বর, ২০২৪: ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের ভালো অভিজ্ঞতার জন্য সর্বশেষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এয়ার কন্ডিশন (এসি) স্লিপার ক্লাসে যাত্রা করা সমস্ত যাত্রীকে পরিষ্কার, স্বাস্থ্য বিধিসম্পন্ন, ভালো ইস্ত্রি করা উচ্চমানের লিনেন/বেডরোল দিয়ে আসছে। ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের প্রদান করা লিনেন প্রত্যেক একক ব্যবহারের পর যান্ত্রিকভাবে ধোয়া/পরিষ্কার করা হয়। ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের প্রদান করা কম্বলগুলি সাধারণত এক মাসে ন্যূনতম একবার ধোয়া হয় এবং প্রয়োজন হলে তা ১৫ দিন পর অথবা তারও কম ব্যবধানে ধোয়া হয়ে থাকে।

এসি কোচের প্রত্যেক যাত্রীকে প্রদান করা বেডরোল কিটের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বেড শিট দেওয়া হয়ে থাকে- এর একটি বেড শিট বার্থে বিছিয়ে নেওয়ার জন্য এবং আরেকটি বেডশিট কম্বলের কভার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। কোচে যাত্রা করা অন্যান্য সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি রিজার্ভেশন এগেইনস্ট ক্যান্সেলেশন (আরএসি) যাত্রীদের মাথা পিছু বেড রোলের একটি সম্পূর্ণ সেট দেওয়া হয়। এসি কোচের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আসেপাশে রাখা হয়, যাতে পর্যাপ্তের বেশি কম্বল ও বেড শিটের প্রয়োজন না হয়। যাত্রীদের পরিষ্কার লিনেন/বেডরোল দেওয়ার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকেও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একাধিক অত্যাধুনিক লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কর্মক্ষম হয়ে আছে। গুয়াহাটিতে আরও একটি নতুন লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি দিন ১৬, ০০০ বেডরোল প্যাকেট। গুয়াহাটি ভিত্তিক ট্রেনগুলির বর্ধিত লিনেন প্রয়োজনীয়তা এই সেন্টারটি পূরণ করবে। গুয়াহাটির অত্যাধুনিক লন্ড্রিতে রয়েছে টানেল-বেসড সিস্টেম, একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকা এই সিস্টেমে জল, বিদ্যুৎ, ভাপ ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার অনুকূল করার পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তর করার সাথে বৃহৎ পরিমাণের লিনেন হেণ্ডলিঙ করার ক্ষমতা রয়েছে। ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের আরাম ও সুরক্ষার জন্য পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য বিধিসম্পন্ন বেডরোল প্রদান করতে ভারতীয় রেলওয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রেলওয়ের এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে উন্নত গুণগত মান নিশ্চিত করতে ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (বিআইএস)-এর উন্নত নির্দেশনা সহ সুদৃঢ় গুণসহ নতুন লিনেন সেট ক্রয় করার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য বিধিসম্পন্ন লিনেন সেটের সরবরাহ নিশ্চিত করতে যান্ত্রিক লন্ড্রি স্থাপন করা হয়েছে, লিনেন সামগ্রী ধোয়ার জন্য স্ট্যান্ডার্ড মেশিন ও ব্র্যান্ডেড রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় এবং ধোয়া লিনেন সামগ্রীর গুণমান পরীক্ষা করার জন্য হোয়াইটো-মিটার ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও লিনেন ও বেডরোলের অভিযোগ সহ রেল মদদ পোর্টালে দায়ের করা অভিযোগগুলির উপর নিরীক্ষণ ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোনাল বেড কোয়ার্টার এবং ডিভিশনাল স্তরে ওয়ার-রুম স্থাপন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি স্থাপন করে রেলওয়ে যাত্রীদের আরাম ও সুরক্ষা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ভারতীয় রেলওয়ে বেডরোলের পরিবেশ অনুকূল প্যাকিং সহ সংরক্ষণ, পরিবহণ,লোডিং এবং আনলোডিঙের জন্য লজিস্টিকের উন্নয়নেও গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতীয় রেলওয়েতে ব্যবহৃত কম্বলগুলি বর্তমানের নির্দেশনা অনুযায়ী পাতলা, ধোয়ার জন্য সুবিধাজনক এবং সামগ্রিকভাবে আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য যাত্রীদের ভালো ইনসুলেশন প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের কোনও কারণেই ব্যবহৃত এবং না ধোয়া লিনেন প্রদান করা হয় না।

বিদ্বেষ, বিভাজন-এর আগুন জ্বালাচ্ছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী, ভালো প্রতিবেশী হতে বলেছে মণিপুর

ইমফল, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ''অযৌক্তিক মন্তব্য করে বিদ্বেষ, বিভাজন''-এর আগুন জ্বালাচ্ছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা। 'বিদ্বেষ না ছড়িয়ে' লালদুহোমাকে 'ভালো প্রতিবেশী' হওয়ার পরামর্শ দিয়ে 'বেটার স্ট্যাটসম্যানশিপ' প্রদর্শন করতে বলেছে মণিপুর সরকার।

প্রসঙ্গত, গতকাল (২৯ নভেম্বর) রাতে এক বিবৃতিতে মণিপুর সরকার বলেছে, 'মায়ানমার এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকাগুলিকে নিয়ে একটি কুকি-চিন খ্রিষ্টান রাষ্ট্র গঠনের বৃহত্তর অ্যাজেন্ডা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে ভারত সরকার। এই অ্যাজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করতে কয়েক দশক আগে পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী ভারত-মায়ানমার আন্তর্জাতিক সীমান্তে বেড়া দেওয়ার বিরোধিতা করে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবিকে সমর্থন করে তাঁর গণতান্ত্রিক প্রমাণাদি ব্যক্ত করেছেন। তিনি কুকি-জো জনগোষ্ঠীকে পুনরায় একত্রিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। মণিপুরের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের দিল্লির দিকে বন্দুক তাক করার সম্ভাবনা এবং নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন ও পাহাড়ি নেতাদের সাথে আন্তরিক আলোচনার বিষয়েও কথা বলেছেন তিনি।'

উল্লেখ্য, জাতীয় সংবাদপত্র হিন্দুস্তান টাইমসকে হিংসাজর্জর মণিপুর সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা বলেছিলেন, এন বীরেন সিং তথা তাঁর দল বিজেপি মণিপুরের জনসাধারণের নিরাপত্তা প্রদানে দায়বদ্ধ ছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর (বীরেন সিং) হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জরুরি। এ ছাড়া তিনি মণিপুরে বিদ্রোহী কুকি-জো জনগোষ্ঠীর পক্ষে কিছু সওয়াল করেছিলেন।

লালদুহোমার ওই সব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুর সরকার শুক্রবার রাতে এই বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'তিনি (লালদুহোমা) সীমান্তে বেড়া সংস্থাপন নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, সীমান্তে বেড়া থাকা সত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র ও মাদক চোরাচালান বন্ধ করা যাচ্ছে না।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'মিজোরাম সরকার অবৈধ অভিবাসন, অস্ত্র ও মাদক পাচার, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী মায়ানমারের সাথে খোলা সীমান্ত বেড়া দিতে কেন্দ্রের প্রচেষ্টার বিরোধিতায় অটল।'

মণিপুর সরকার বলেছে, রাজ্যে চলমান সংকট মায়ানমার থেকে আগত অবৈধ অভিবাসীরা সৃষ্টি করছে। রাজ্যের অর্থনীতি খারাপ করতে অবৈধ পপি চাষ করছে তারা। তবে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিঙের ''মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'' নীতি তাদের এই পরিকল্পনায় মারাত্মক আঘাত করেছে। এটি রাজ্য সরকারের কোনও আদিবাসী-বিরোধী নীতির কারণে নয়, যেমন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা 'ফ্যাব্রিক্যাটেড ন্যারেটিভ' তৈরি করে প্রচার করেছেন।'

রাজ্য সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, মণিপুরের একটি নথিভুক্ত ইতিহাস এবং একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে যা মিজোরামের বিপরীতে কয়েক হাজার বছর আগে চলে সমাপ্তি ঘটেছে। যার ফলে মাত্র কয়েক দশক আগে মিজোরামকে অসম থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।'

এতে বলা হয়েছে, 'পার্বত্য জেলায় কুকি-অধ্যুষিত, বা যেখানে প্রচুর কুকি জনসংখ্যা রয়েছে, সেখানে গ্রামের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির পেছনের কারণগুলি আপাতদৃষ্টিতে অনুধাবন করতে অক্ষম লালদুহোমা।' লালদুহোমা স্মরণ করতে পারেন, মিজোরাম সরকার জমি, জীবিকা এবং সম্পদের ওপর চাপের অনুরূপ উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে মায়ানমারের নাগরিকদের পূর্ব অনুমতি ছাড়া জমি ক্রয় এবং ব্যবসা না চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল, বলা হয়েছে বিবৃতিতে।

'মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য সমর্থনে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদেশি শক্তি কর্তৃক উত্তরপূর্ব ভারতকে বিভক্ত করার চক্রান্ত সবেতিভাবে রুখবে মণিপুর সরকার। যদি কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থা এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তা-হলে আইনের মাধ্যমে কঠোর হাতে মোকাবিলা করা হবে। এ ক্ষেত্রে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী ঘৃণা ও বিভাজনের আগুন জ্বালানোর পরিবর্তে ভালো প্রতিবেশী হয়ে আরও ভালো রাষ্ট্রনায়কত্ব প্রদর্শন করতে পারেন', বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ২০১৭ থেকে এ পর্যন্ত মণিপুর সরকার ''মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'' কর্মসূচির অধীনে ৬০ হাজার কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত বা ধ্বংস করেছে। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় মণিপুরকে মাদকের ট্রানজিট বর্তমানে প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। অন্যদিকে, মিজোরাম এখন ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং মাদকদ্রব্যের আন্তর্জাতিক ট্রানজিটের সুবিধাজনক রুট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জলের সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত কৃষকদের আত্মহত্যা বন্ধ সম্ভব নয় : দেবেন্দ্র ফড়নবিস

পুণে, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): কৃষকদের সমস্যা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিস। শনিবার মহারাষ্ট্রের পুণে-তে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, যতক্ষণ না আমরা জলের সমস্যার সমাধান না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কৃষকদের আত্মহত্যা বন্ধ করতে পারব না।

শনিবার পুণে-তে বিজেএস জাতীয় কনভেনশন ২০২৪-এ ভাষণ দিতে গিয়ে বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, 'জল সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত, আমরা কৃষকদের আত্মহত্যা বন্ধ করতে পারব না।

মহারাষ্ট্রে সবসময়ই ৫০ শতাংশ জলের ঘাটতি রয়েছে এবং জল সংরক্ষণই একমাত্র বিষয় যা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি ওয়াটার টেবিল রিপোর্ট তৈরি করেছিল যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখিয়েছিল, ভারতের সমস্ত রাজ্যে জলের স্তর নীচে নেমে গিয়েছিল, তবে মহারাষ্ট্রই একমাত্র রাজ্য যেখানে জলের স্তর বেড়েছে।'

অনশন শেষ করলেন কৃষক নেতা সুরজিৎ সিং, জীবন উৎসর্গ করতেও রাজি

অমৃতসর, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): গত ২৬ নভেম্বর আমরণ অনশনে শুরু করেছিলেন, আর শনিবার অনশন ভঙ্গ করলেন কৃষক নেতা সুরজিৎ সিং হারদো ঝান্ডা। এদিন বিকেলে ডাবের জল খেয়ে অনশন ভঙ্গ করেছেন কৃষক নেতা সুরজিৎ সিং হারদো ঝান্ডা। গত ২৬ নভেম্বর থেকে পঞ্জাবের খানাউরী সীমানায় অংশ শুরু করেন তিনি।

অনশন প্রত্যাহার করার পর তিনি বলেন, 'আমি অনশন ছাড়িনি। আমি শুধু তা পিছিয়ে দিয়েছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এক সময়ে, মাত্র একজন স্বেচ্ছাসেবক অনশনে বসবেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে জগজিৎ সিং ডালেওয়াল। ২৬ নভেম্বর থেকে জগজিৎ সিং ডালেওয়াল অনশনে বসবেন বলে ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে ভোর ৩টায় গ্রেফতার করা হয় এবং আমি সেবা করার সুযোগ পাই। আজ আমাকে ফোরামের সিদ্ধান্ত (ছাড়তে) মানতে হয়েছে। কিন্তু আমি আমার জীবন হারানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যখনই আমাকে সমাজের প্রয়োজন হবে তখনই আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।'

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M.on 19/12/2024 for the followingwork:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Minor Repairing of School Toilets in 10 nos. School under Durga Chowmuhani block of Dhalai District under Swachh Bharat Kosh Trust during the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 56/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 PRESS NIT NO: 68/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 17,72,073.00	Rs. 35,441.00	60 days	Up to 3PM 19/12/2024	At 20/12/2024 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Minor Repairing of School Toilets in 10 nos. School under Chawmanu block of Dhalai District under Swachh Bharat Kosh Trust during the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 57/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 PRESS NIT NO: 69/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 18,73,707.00	Rs. 37,474.00	60 days	Up to 3PM 19/12/2024	At 20/12/2024 Hrs on 11am.		
3	Minor Repairing of School Toilets in 13 nos. School under Dumburnagar block of Dhalai District under Swachh Bharat Kosh Trust during the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 58/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 PRESS NIT NO: 70/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 24,09,201.00	Rs. 48,184.00	60 days	Up to 3PM 19/12/2024	At 20/12/2024 Hrs on 11am.		

Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/2669124

(Er. B. Das)
Executive Engineer Samagra Shiksha, Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOUMUHANI,
TRIPURA (WEST)
NOTICE INVITING TENDER NO 37(2024-25)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TDC / MES / CPWD/ Railway / TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

Sl. No	Name of Work.	Estimated cost / Earnest Money	Time for completion	Last Date of selling / Last Date of receiving (up to 3.00 PM)
1	'Providing proper illumination of College tilla Graveyard in Ward no-24 under Agartala Municipal Corporation.''	Rs. 1,08,000.00 / Rs. 2,160.00	10 (Ten) Days	09-12-2024 / 11-12-2024

Details of work in the form of ''Schedule of Work'' and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 09-12-2024

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা লালজুরি আর ডি ব্লক এর অন্তর্গত বিভিন্ন ভিলেজ কমিটিতে কর্মরতকারী নিম্নোক্ত সুবিধাভোগীগণ কে PMAY(G) প্রকল্পের ২০১৬-১৭ হইতে ২০২০-২১ ইং অর্থবর্ষে ঘর Sanction হওয়ার পর তাদের যথারীতি প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী সময় ভিলেজ কমিটি থেকে তদন্ত করে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে ৪ (চার) জন সুবিধাভোগী মারা যায় এবং ১৬ (ষোল) জন সুবিধাভোগী চিহ্নিত করা যায়নি।

তাই নিম্নোক্ত সুবিধাভোগীদের যদি কোন প্রকৃত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী থাকেন তবে আগামি ১০/১২/২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ সহ অফিস চলাকালীন সময়ে লালজুরি আর ডি ব্লক অফিসে অথবা নিজ নিজ ভিলেজ কমিটি অফিসে এসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় ঘরগুলি বাতিল করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

নিম্নে সুবিধাভোগীদের নাম ও বিবরণ দেওয়া হল।

Sl. No	Name of VC	PMAY-G ID	Beneficiary Name	Remarks
1	Chandigur	TR1134013	HARENDRA REANG	Beneficiary is Untraceable.
2		TR1077181	KUMPAJAY REANG	Beneficiary is Untraceable.
3		TR1036555	Farendra Reang	Beneficiary is Untraceable.
4	Dakshin Laljuri	TR135900676	SHITAL DAS	Beneficiary is Untraceable.
5	Joymanipura	TR135070872	Surjya Mani Reang	Beneficiary is Untraceable.
6		TR1025707	KHELAJOY REANG	Beneficiary expired with no legal heir/nominee
7	Kanchanpur	TR1182160	SUMITRA BARUA NATH	Beneficiary is Untraceable.
8	Kanchancherra	TR1108716	KALA CHAKMA	Beneficiary is Untraceable.
9		TR1110354	PARADI KUMAR REANG	Beneficiary is Untraceable.
10		TR137993708	Marati Reang	Beneficiary is Untraceable.
11		TR137994365	Daferung Reang	Beneficiary is Untraceable.
12	Makumcherra	TR134855579	Falgunti Reang	Beneficiary is Untraceable.
13		TR1348606	SWET BALA NAMA	Beneficiary expired with no legal heir/nominee
14		TR135759823	Banumati Nama Nath	Beneficiary is Untraceable.
15		TR1133948	ARABINDA MAHISY DAS	Beneficiary is Untraceable.
16		TR1295466	BACCHADHAN CHAKMA	Beneficiary expired with no legal heir/nominee
17	Rabindranagar	TR1075631	Babul Kar	Beneficiary expired with no legal heir/nominee
18	Salkabum	TR1317320	MILI CHAKMA	Beneficiary is Untraceable.
19	Shibnagar	TR138945612	Shukla Nath	Beneficiary is Untraceable.
20	Uttar Laljuri	TR138229577	Haripada Malakar	Beneficiary is Untraceable.

নিবেদক
Sd/
Saurabh Al Aman, TCS-II
Block Development Officer
Laljuri R.D Block(N)Tripur

ICA/D-1378/24

Notice Inviting Quotation

The undersigned on behalf of the Government Degree College Khumulwng invited a sealed quotation from manufacturers/authorized dealers/reputed firms/ suppliers for supply and installation of Podium Electronic with in-Build Speaker Amplifier & Mic System. Details information may be available in the College website www.khumulwngcollege.in. The sealed quotation should be submitted in the Tender Box available in the office of the undersigned between 11.00 am to 3.00 pm during working days. The last date of the submission of the quotation is on 10th, December 2024.
ICA/C/2675/24

[Dr. PRANABJIT BARDHAN ROY]
Principal-in-Charge
Govt. Degree College, Khumulwng, West Tripura

Notice Inviting Tender

The Directorate of Kokborok & Other Minority Languages, Government of Tripura invites Open Tenders from the bonafide Printing Agencies/Firms printing of famous book "Mother" by Maxim Gorky translated by Nilkumar Sinha in Manipuri language.
The interested bidders are requested to quote their rate for printing as per details below:-

Scope of work in brief	EMD	Contract Period	Period of Collecting Bidding Documents	Date of Submission of Tender
Printing of famous book "Mother" by Maxim Gorky translated by Nilkumar Sinha in Manipuri language.	Rs. 10,000/- (refundable)	20 days from the date of Award of Contract (AoC)	from the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shikshsa Bhavan, Office Lane - Time: 11:00 am to 5:00 pm on all working days from 02-12-24 to 10-12-24	at the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shikshsa Bhavan, Office Lane Time: 11:00am 5:00 pm On all working days From 03-12-24 to 10-12-24 3:30 pm

Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from the office of the Directorate of Kokborok & Other Minority Languages, Shiksha Bhavan, Office Lane, Agartala from 02-12-24 to 09-12-24 at 11:00 am to 5:00 pm on all working days. The details tender notice will also be available at the Directorate's Website https://kokborokoml.tripura.gov.in/.
The interested bidders are requested to go through the instructions/terms & conditions/ critical dates/eligibility criteria noted in the DNIT minutely.
Eligible bidders shall participate in bidding by following the due process as mentioned in the DNIT.
All future Addendum/Corrigendum pertaining to this tender, if issued, shall be made available in the Directorate of Kokborok & OML office's Notice Board & also in the Directorate's Website https://kokborokoml.tripura.gov.in/.
ICA/C/2666/24

Director
Kokborok & Other Minority Languages
Shiksha Bhavan, Agartala.

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 26/EE/AGRI/W/2024-25

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Farms/ Private Ltd. Farm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of building for Deputy Director of Agriculture Office at Bishramganj under Sepahijala District (Ground Floor) with G+ 2 Storied foundation. (34/CE/AGRI/EE(WEST)/2024-25)	Rs.1,67,09,333.00	Rs.3,34,187.00	Up to 12/12/2024 AT 2.00 PM	On 12/12/2024 AT 3.00 PM (If possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/2658/24

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West) for and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ছুটির দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে থাকুক মটন কোলাপুরি

সপ্তাহান্তে একটা ছুটি। দেরি করে ঘুম থেকে উঠবেন, তার উপায় নেই। সকাল সকাল বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ, খাসির দোকানে লম্বা লাইন পড়ে যাবে। সেই লাইনে দাঁড়িয়ে যখন মাংস কেনার আসবে, তখন আর পছন্দ অনুযায়ী "সামনের রান", "সিনহা", "রিব" কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই ছুটির দিনে এটুকু কষ্ট মেনে নেওয়াই যায়। তা কষ্ট করে খাসির মাংস কিনবেন, কোন পদ বানাবেন? কষা, ঝোল, কোর্মা তো অনেক হল, স্বাদবদল করতে একটু অন্য প্রদেশের রান্না করলে মন্দ হয় না। তাই গরম ভাতের সঙ্গে থাকতেই পারে মটন কোলাপুরি। কী ভাবে তৈরি করবেন? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ:
খাসির মাংস: ৫০০ গ্রাম
আদা, রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
তেল: ৪ টেবিল চামচ
হলুদ: আধ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
পেঁয়াজ: ২ টেবিল চামচ
নারকেল কোরা: আধ কাপ
গোটা ধনে: ১ চা চামচ
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
তিল: ১ চা চামচ
পোস্ত: ৩ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ৬টি
লবঙ্গ: ১টি
প্রণালী: ১) খাসির মাংস ধুয়ে আদা, রসুন বাটা মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। ২) এ বার কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন গোটা ধনে, জিরে, পোস্ত, তিল, লঙ্কা, লবঙ্গ ফোড়ন দিন। ৩) একটু ভাজা হলে এ বার পেঁয়াজ দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিয়ে দিন নারকেল কোরা। ৪) নাড়াচাড়া করার পর, একটু ঠান্ডা করে সবটা মিক্সিতে দিয়ে বেটে নিন।
৫) ওই কড়াইতে আরও একটু পেঁয়াজ ভেজে নিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন ম্যারিনেট করে রাখা মটন। ভাল করে কষতে থাকুন।
৬) এ বার খাসির মাংসের জন্য আলাদা করে রাখা বেটে রাখা মশলা দিয়ে দিন। বেশ কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মাংস থেকে তেল ছেড়ে এলে এক কাপ গরম জল দিয়ে দিন। ৭) ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। তাড়া থাকলে প্রেশার কুকারেও দু'-তিনটি সিটি দিয়ে নিতে পারেন।

ডাব সর্ষে পনির

নিরামিষের দিনে দুপুর কিংবা রাতের ভোজে পনিরই ভরসা। তবে পনিরের ঝোল আর ছানার ডালনা বাদে পনির দিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন না বাঙালি। ডাবের সঙ্গে চিংড়ির মেলবন্ধন বরাবরই খুশি করেছে ভোজনরসিকদের। তবে ডাবের সঙ্গে পনিরের যুগলবন্দিটাও কিন্তু মন্দ হয় না। অল্প কয়েকটি উপাদান দিয়ে ডাব-সর্ষে পনির বানাতে পারেন বাড়িতেই। রইল রেসিপির হদিস।

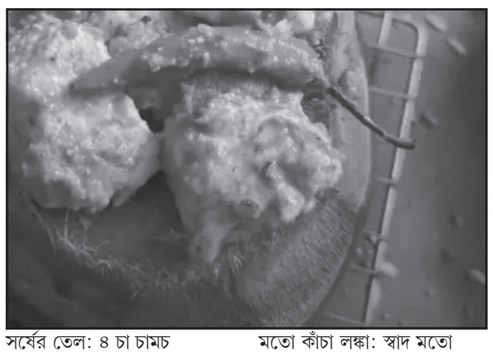

উপকরণ:
পনির: ৩০০ গ্রামমালাই-সহ ডাব: ১টি
নারকেল কোরা: ৩ চা চামচ
নারকেলের দুধ: ৩ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৪ চা চামচ
সর্ষে বাটা: ২ টেবিল চামচ
দই: ২ টেবিল চামচ নুন: স্বাদ মতো
কাঁচা লঙ্কা: স্বাদ মতো
প্রণালী:
ডাব থেকে জল বার করে নিন। মাঝারি টুকরো করে কেটে নিন পনিরও। এ বার সর্ষে, নারকেল কোরা ও স্বাদ অনুযায়ী লঙ্কা একসঙ্গে নিয়ে ভাল করে বেটে নিন। এই পনিরে বেটে রাখা মিশ্রণ, নুন, টক দই আর নারকেলের দুধ দিয়ে মাখিয়ে তার উপর দিয়ে সর্ষের তেল ছড়িয়ে নিন। এ বার এই মিশ্রণকে ডাবের ভিতরে দিয়ে দিন। ডাবের মুখটা ঢেকে দিয়ে আটা দিয়ে চারপাশটা বন্ধ করে দিন। এ বার একটি সসপ্যানে জল গরম করে ডাবটি বসিয়ে দিন। মিনিট ১৫ ভাপানোর পর তৈরি হয়ে যাবে ডাব-সর্ষে পনির। গরমাগরম পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ত্বকের যত্ন নেবেন কী ভাবে?

অফিস, সংসার, সন্তানের পড়াশোনা, বাড়ির দায়িত্ব সব কিছু সামলে নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ পান না মহিলারা। রূপচর্চা তো দূর, শরীরের খেয়াল রাখতেই হিমসিম খান। কিন্তু ভিতর থেকে সুস্থ থাকার পাশাপাশি তো বাহ্যিক সৌন্দর্যও জরুরি। চুল থেক নখ, সবেরই পরিচর্যা করা প্রয়োজন। আলাদা করে পার্লারে যাওয়ার সময় নেই।

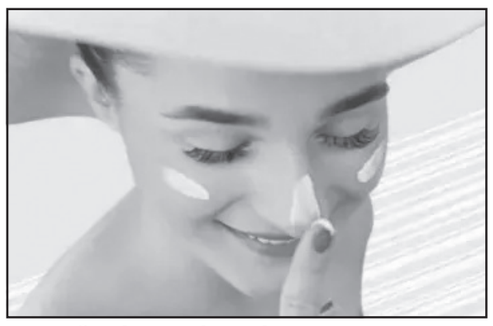

বাড়িতেও যে ঘরোয়া টোটকায় নিজের যত্ন নেবেন, তারও অবকাশ নেই। অগত্যা ছুটির দিনই ভরসা। সারা সপ্তাহের ক্লান্তি দূর করতে রবিবার হতে পারে আদর্শ দিন। সপ্তাহের এই একটি দিন নিজের জন্য রাখুন। ধাপে ধাপে কী ভাবে নিজের যত্ন নেবেন?
ক্লিনজার দিয়ে ভাল করে ত্বকের জমে থাকা ময়লা তুলে ফেলুন।
সময় নিয়ে ত্বক পরিষ্কার করুন
সপ্তাহের প্রতিটি দিন ব্যস্ততা হল অন্যতম সঙ্গী। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে শরীর। ফলে সময় নিয়ে ভাল করে ত্বক পরিষ্কার করা হয় না। রবিবার সেই তাড়াহুড়ো নেই। ফলে ত্বকের জন্য কিছুটা সময় রাখুন। আয়নার সামনে বসে ক্লিনজার দিয়ে ভাল করে ত্বকের জমে থাকা ময়লা তুলে ফেলুন। তার পর ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ত্বকের মরা কোষ তুলে ফেলুন ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে যায় মরা চামড়ার জন্য। সপ্তাহভর নিজের দিকে তাকানোর সময় না পেলেও ছুটির দিনে একটু সময় বার ত্বকে এক্সফোলিয়েশনে জোর দিন। তার জন্য ব্যবহার করতে পারেন বিভিন্ন স্ক্রাব। সময় থাকলে বাড়িতেও কিন্তু স্ক্রাব বানিয়ে নিতে পারেন।
ফেস মাস্ক
ব্রণর সমস্যা রয়েছে অনেকেরই। অথচ ব্যস্ততার কারণে ব্রণর মোকাবিলা করা সুযোগ পাওয়া যায় না। ছুটিতে ব্রণ তাড়ানোর প্রস্তুতি নিতে পারেন। এক দিনের চেষ্টায় ব্রণ চলে যাবে না। তবে ফেস মাস্ক এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও ফেস মাস্কের গুরুত্ব রয়েছে। তাই ছুটিতে রূপচর্চার তৃতীয় ধাপ হতে পারে ফেস মাস্কের ব্যবহার।
ময়েশ্চারাইজিং
রূপচর্চার অন্যতম ধাপ হল ময়েশ্চারাইজারের ব্যবহার। ত্বক টানটান এবং মসৃণ রাখতে ময়েশ্চারাইজার না মাখলে চলবে না। তাই রূপচর্চার রুটিন থেকে ময়েশ্চারাইজার বাদ দিলে চলবে না। বরং ময়েশ্চারাইজিংয়ের প্রতি বাড়তি নজর দিতে হবে।
বিশ্রাম ত্বকের যত্ন শুধু বাইরে থেকে নিলে চলবে না। ভিতর থেকে ত্বকের খেয়াল রাখতে হবে। সেটা করতে শুধু ছুটে বেড়ালে চলবে না। পর্যাপ্ত বিশ্রামও নিতে হবে। ক্লান্তির ছাপ যদি ত্বকে থাকে, তা হলে কোনও প্রসাধনী ব্যবহার করেই লাভ হবে না।

কারিপাতার গুণেই হবে সমস্যার সমাধান

ক'দিনের বৃষ্টিতে অতিরিক্ত গরম থেকে রেহাই মিলেছে ঠিকই। তবে বর্ষাকাল মানেই তো চুলের বারোটা। সে বৃষ্টির জল মাথায় পড়ুক বা না পড়ুক, চুল ঝরবেই। তেল, শ্যাম্পু বা ঘরোয়া টোটকাতেও এই চুল ঝরার পরিমাণে লাগাম টানা যাচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই চুল কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তবে সালোঁর পেশাদার, দক্ষ কর্মীরা বলেন চুল কাটলে চুল পড়ার পরিমাণে কোনও হেরফের হয় না। চুলের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ায় চুল কম পড়ছে বলে মনে হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মাসে একটি করে স্পা করানোর পরামর্শ দেন অনেকেই। তবে সকলের পক্ষে তো প্রতি মাসে সালোঁয় গিয়ে স্পা করানো সম্ভব হয় না। কারিপাতা ব্যবহার করেই চুলের বিভিন্ন সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কী ভাবে ফিরবে চুলের জেল্লা, রইল হদিস।
টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে
টক দই মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং খুশকি ও মৃত কোষ উতাত করতে সাহায্য করে। একমুঠো কারিপাতা ব্লেন্ডারে নিয়ে ভাল করে পেস্ট তৈরি করে নিন। বড় চামচের এক চামচ কারিপাতার পেস্ট আগের থেকে ফেটিয়ে রাখা টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন, যাতে দু'টি উপাদানের ঘনত্ব একই রকম হয়। মাথার ত্বকে ভাল করে মেখে নিন এই মিশ্রণ। ৩০ থেকে ৪০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।
আমলকি ও মেথির সঙ্গে মিশিয়ে
কারিপাতায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি। এই ভিটামিন চুলের গোড়া মজবুত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি আমলকি ও মেথি চুলের ঘনত্ব বাড়াতে দারুণ কার্যকর। এই মিশ্রণটি বানাতে, আধ কাপ কারিপাতা আর আধ কাপ মেথি পাতা একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এর পর তাতে দিয়ে দিন একটি গোটা আমলকির রস। তিনটি উপাদান একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ঘুরিয়ে নিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে নিন। মাথার ত্বকে মিশ্রণটি মেখে নিয়ে আধ ঘণ্টা পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন মাথা।

সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই

সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ সব সমস্যার সমাধান একটাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীরচর্চা করার সময় না পেলে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট সময় ধরে হাঁটলেই ওজন কমানো সম্ভব। অনেকে বলেন, দিনে দশ হাজার পা হাঁটাই আদতে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি।
কিন্তু কী ভাবে হাঁটলে, দিনে কতটা হাঁটলে তা ওজন ঝরাতে সাহায্য করে, এটা না জানলে পণ্ডশ্রম! বাজার-দোকান, অফিস, কেনাকাটা ইত্যাদিতে হেঁটে গেলেই উপকার পাবেন, না কি ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট গতিতে হাঁটলে তবেই মিলবে সুফল? একটানা হাঁটাতেই লুকিয়ে সুফল। টুকটাক খুচরো হাঁটায় শরীরের কলকব্জা ভাল থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে ওজনের হেরফের হয় না। ফিটনেসবিদদের মতে, লক্ষ্য রাখতে হবে সেকেন্ডে দু'পা হাঁটা। অত হিসাব কষতে না পারলে অন্তত ১৫-২০ মিনিটে দেড় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারলে ভাল। অনেক সময়ে নিয়মিত হাঁটাহাটি করেও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। হাঁটার সময়ে কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন, রইল হদিস। ১) অতিরিক্ত কোনও কিছুই ভাল না। সময় ধরে হাঁটার চেষ্টা করুন। খুব বেশি ক্ষণ হাঁটলে পেশিতে চোট, পেশিতে টান এমনকি হাড়ের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।
২) পোষ্যকে সঙ্গে করে বা দলবেঁধে গল্প করতে করতে না হাঁটাই ভাল। এতে হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। মোবাইল কানে নিয়ে হাঁটলে হাঁটার উপকারিতা আসে না, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে গিয়ে বেশি হাঁটা যায় না।
৩) মাথায় একগাদা চিন্তা নিয়ে হাঁটবেন না। হাঁটা একটা নেশা। অভ্যাসের মতো রুটিনে ঢুকিয়ে নিয়ে দেখুন, মন্দ লাগবে না।

কিন্তু প্রথম প্রথম একঘেয়ে লাগলে মোবাইলের হেডফোন কানে লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে হাঁটুন। এতে এমন কিছু হরমোন ক্ষরিত হবে, যা দুশ্চিন্তা কমায়। তবে বড় রাস্তায় গেলে কানে হেডফোন গুঁজে হাঁটার সময়ে সচেতন থাকুন।
৪) হাঁটার সময়ে পরার জন্য জুতো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পায়ে আরাম দেয়, এমন জুতো পরে হাঁটুন। হাত বা পিঠে খুব বেশি ভার বইবেন না তখন। এতে ক্লান্ত হবেন তাড়াতাড়ি।
৫) হাঁটাহাঁটি করার সময়ে শরীর থেকে ঘাম ঝরে। নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করলে বেশি করে জল খান। শরীরে জলের ঘাটতি হলেই বিপদ। ডিহাইড্রেশনের সময়ে হাঁটলে অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পেশিতে টান ধরবে। ফলে হাঁটার প্রক্রিয়া ব্যহত হবে।

বাড়ির অন্দরসজ্জা

কিছু দিন হল নিজেদের ছোট্ট একটি আস্তানা হয়েছে। কিন্তু এখনও মনের মতো করে তা সাজিয়ে উঠতে পারেননি। অল্প সময়ে সবটা কী করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়া যায়, তা ভাবতে গিয়েই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে। এ দিকে খবর পাওয়া মাত্রই বন্ধু, আত্মীয় সকলে দেখতে আসতে চাইছেন। এক ধাক্কায় অনেকটা খরচ করে বাড়ি কিনেছেন। তাই সাধ থাকলেও পেশাদার অন্দরসজ্জা শিল্পীদের এই কাজে নিয়োগ করতে পারেন না সকলে। তবে নিজে হাতে এত অল্প সময়ে সবটা গুছিয়ে উঠতে তো সময় লাগে। আবার নতুন বাড়ি সাজানোর জন্য অফিস থেকে ছুটিও নেওয়া যাবে না। তা হলে উপায়? অল্প সময়ে চটজলদি ঘর গুছিয়ে নেওয়ার টোটকা রইল এখানে।
১) শয়নকক্ষের সাজ- শোয়ার ঘরে খাট তো থাকবেই। তাই প্রথমেই পছন্দ অনুযায়ী একটি খাট রেখে দিন। বাকি জায়গায়টুকুতে কী রাখবেন বা রাখবেন না, তা পরে ভেবে দেখবেন। প্রয়োজনে একটি আলমারিও থাকতে পারে এই ঘরে।
২) টুকটাক সাজানোর জিনিস- ছোটখাটো শো পিস কিনতে কিন্তু খুব বেশি খরচ হয় না। বরং বাড়ির চেহারা বদলে যায়। যেমন ফ্ল্যাটের মূল দরজায় সুন্দর "নেমপ্লেট", "কলিং বেল"। দরজা খুলে ঢোকার মুখে সুন্দর কোনও মূর্তি রাখা যেতেই পারে।
৩) পুরনো জিনিস বাদ- নতুন বাড়িতে আসামাত্রই পুরনো ব্যবহার করা জিনিসগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই খুব খরচ করতে না চাইলে পাপস, টেবিল ম্যাট, ল্যাম্পশেড দিয়েই না হয় শুরু করুন।
৪) প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস- শোয়ার ঘরের পাশাপাশি বসার ঘরের কিছু জিনিস কিনতে পারেন। যেমন কফি বা চায়ের কাপ রাখার ছোট্ট টেবিল, চেয়ার, বারান্দায় বসার স্টুল বা বেতের মোড়া, রান্নাঘরে প্রথম থেকেই তেল-কালি যাতে না পড়ে, তার জন্য চিমনি।
৫) কার্পেট- যে কোনও ঘরের ভোল পাল্টে দিতে পারে রঙিন, সুন্দর কার্পেট। তাই নতুন বাড়ির প্রতিটি কোণ যদি বা রঙিন করে তুলতে না পারেন, বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন রঙের কার্পেট কিন্তু ঘরের নকশা বদলে দিতে পারে।

প্রসাধনীর যত্ন নেন কি?

দোকানে গিয়ে লিপস্টিকের রং দেখে কিনতে গেলে হাতে বেশ খানিকটা সময় থাকা চাই। তার চেয়ে বরং কাজ থেকে ফিরে রাতে অনলাইন ছাড়ে বেছে রাখা পছন্দের লিপস্টিকগুলি অর্ডার করে ফেলা অনেক সহজ। এখন তো একটি-দু'টি নয়, এমন বহু ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে দু'-তিন দিন অন্তরই বিভিন্ন রকম ছাড় দেওয়া হয়। সেই লোভে পড়ে একগুচ্ছ লিপস্টিক তো কিনে ফেলেছেন।
কিন্তু এত লিপস্টিক তো একসঙ্গে মেখে শেষ হবে না। পড়ে থেকে থেকে মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধনীটি ঠোঁটে মাখলে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতেই পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঠোঁটের যত্নে শুধু দামি লিপস্টিক কিনলেই হবে না। তার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে লিপস্টিকের পরিচ্ছন্নতা ঠিক মতো বজায় রাখা যাচ্ছে কি না।
১) কী ভাবে সংরক্ষণ করছেন
লিপস্টিকে সরাসরি রোদ লাগলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তা ভাল রাখতে গেলে তুলনামূলক ভাবে ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে। এই কারণেই অনেকে ফ্রিজের মধ্যে লিপস্টিক রাখেন।
২) মেয়াদ পেরিয়ে যায়নি তো অন্যান্য যে কোনও জিনিস কেনার আগে যেমন মেয়াদ দেখে নেন, লিপস্টিকের ক্ষেত্রেও যেন এর অন্যথা না হয়। যত দামি লিপস্টিক হোক না কেন, কেনার সময়ে তৈরির মাস এবং বছর দেখে নেবেন।
৩) ফাটা ঠোঁট আগে সারিয়ে নিন
ফাটা ঠোঁটে লিপস্টিক মাখলে সেখান থেকেও ঠোঁটে সংক্রমণ হতে পারে। তাই আগে লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি দিয়ে ফাটা ঠোঁট সারিয়ে তার পর লিপস্টিক ব্যবহার করুন।
৪) সর্বজনীন না হওয়াই ভাল
মা, দিদি, বোনের সঙ্গে নিজের ব্যবহার করা লিপস্টিক ভাগ করে না নেওয়াই ভাল। এক জনের ঠোঁটে ব্যবহার করা জিনিস, অন্য জনের ঠোঁটে ব্যবহার করলে ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে তাই এই সমস্ত জিনিস ব্যক্তিগত রাখাই ভাল।
৫) অ্যাপ্লিকেটর ব্যবহার করতে পারলে ভাল
এক লিপস্টিক যদি অনেকে ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রে এক বার ব্যবহারযোগ্য "অ্যাপ্লিকেটর" রাখুন। কিন্তু ঠোঁটে লাগানোর পর তা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

কম বাজেটে কী ভাবে আনন্দে ছুটি কাটাবেন?

ছুটির দিন মানেই ঘরে মন টিকতে চায় না। সারা সপ্তাহের কর্মব্যস্ততার মাঝে সপ্তাহান্তের এই বিরতিতে বাইরে ঘুরতে গিয়েই অনেকে আনন্দ পান। তবে বাইরে গেলেই তো অনেক খরচ। সিনেমা দেখাই হোক কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, পছন্দের জিনিস কিনতে শপিং মলে যাওয়াই হোক কিংবা কোনও মেলায় যাওয়া মাসের শেষে কোথাও ঘুরতে যেতে হলেই দশ বার ভাবতে হয় মধ্যবিত্তকে।
পয়সা খরচ না করেই কিন্তু ছুটির দিনে মন ভাল করা যেতে পারে। কী ভাবে করবেন, রইল হদিস।
প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ: সঙ্গীকে বাইকে কিংবা গাড়িতে বসিয়ে বেরিয়ে পড়ুন অজানার পথে। ভোরবেলাই হোক কিংবা সন্ধের দিকে কাছেপিঠে ঘুরে আসুন। সব সময়ে নামী-দামি রেস্তরাঁতে না হয় না-ই খেলেন। ঘুরতে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় খাবারও তো চেখে দেখতে পারেন। ঘোরাও হবে আর খাওয়াদাওয়াও হবে। তবে সবটাই খুব বেশি খরচ না করে।
মন ভাল করতে শরীরচর্চা: সারা সপ্তাহে কাজের মাঝে অনেকেরই শরীরচর্চা করার সময় হয়ে ওঠে না। ছুটির দিনে মন ভাল রাখতে কিছুটা সময় জিমে কাটাতেই পারেন। তা ছাড়া, বাড়িতেই যোগাসন করে মনকে শান্ত করতে পারেন। বলিউডের গান পছন্দ করেন, তা হলে বাড়িতে উচ্চ লয়ের গান চালিয়ে নাচানাচি করলেও মন ভাল থাকবে। প্রয়োজনে বন্ধুবান্ধবদেরও বাড়িতে ডেকে নিতে পারেন। একসঙ্গে শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ছুটির দিন মন্দ কাটবে না।
নতুন কিছু শেখা: আমাদের নতুন জিনিস শিখতে, সেই বিষয় জানতে মন্দ লাগে না। সারা সপ্তাহের ব্যস্ততার মাঝে নতুন কিছু শেখার সময় কই? ছুটির দিনে নতুন কিছু শেখার জন্য সময় বার করে নিতেই পারেন। কারও জুম্বা শেখার শখ, কারও রান্না শেখার শখ, কারও সাঁতার শেখার শখ, কেউ আবার টেনিস শিখতে চান ছুটির দিনেই পছন্দের ক্লাসে ভর্তি হয়ে যেতে পারেন। অবসর সময়টা ভালই কাটবে।
বাড়িতেই উদ্যাপন: ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই ডেকে নিতে পারেন। ঘরটা সুন্দর করে সাজিয়ে আড্ডার আমেজ তৈরি করে নিন। ইচ্ছে করলে বাড়িতেই সকলে মিলে সিনেমা কিংবা পছন্দের কোনও ওয়েব সিরিজ উপভোগ করতে পারেন। বন্ধুরা সকলে মিলে অল্প অল্প করে খাবার বানিয়ে আনলে ছুটির দিনে বাড়িতেই পিকনিক হবে।
অন্দরসজ্জা: মাসের শেষে ছুটির দিনে বাইরে না হয় না-ই গেলেন। বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে তুললেও কিন্তু মন ভাল হয়ে যায়। অন্য দিন খুব একটা সময় হয় না, তাই ছুটির দিনটা ঘরের ভোলবদল করার জন্য বেছে নিতেই পারেন। ঘর পরিষ্কার করে, পর্দা, বিছানার চাদর, কুশনের কভার বদলে দিন। বাজার থেকে কিছু টাটকা ফুল কিনে আনুন, টুনি বাল্ব, সুগন্ধি মোমবাতি বাড়িতে থাকলেই ভোল বদলে ফেলতে পারেন অন্দরের।

ট্রেন চলাচল বাতিল, সময় পুনর্নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

মালিগাঁও, ৩০ নভেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের দিহাখো-মুপা সেকশনের মধ্যে ট্র্যাক সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজের জন্য ০১ থেকে ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টার মেগা ব্লকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য এই মেগা ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচল বাতিল, সময় পুনর্নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে:

ট্রেন পরিষেবা বাতিল:

১. ০৪ ও ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৮৮৮/১৫৮৮৭ (গুয়াহাটি-বদরপুর-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

২. ০১ থেকে ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬১৫/১৫৬১৬ (গুয়াহাটি-শিলচর-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

৩. ০২, ০৪ ও ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬১৭ (গুয়াহাটি-দুল্লভছড়া) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

৪. ০৩, ০৫ ও ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬১৮ (দুল্লভছড়া-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

৫. ০৩ ও ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬৯৮ (গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশাল বাতিল থাকবে।

৬. ০৪ ও ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬৯৭ (নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি) স্পেশাল বাতিল থাকবে।

৭. ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬৩৯ (শিলচর-কলকাতা) স্পেশাল বাতিল থাকবে।

৮. ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬৪০ (কলকাতা-শিলচর) স্পেশাল বাতিল থাকবে।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ:

১. ০৩ ও ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৪ (আগরতলা-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু)-এর যাত্রার সময় ০৫.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৭.০০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. ০১ ও ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫১৫ (কোয়েম্বাটোর-শিলচর) এক্সপ্রেসের যাত্রার সময় ২২.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০২ ও ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৩.০০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ: ১. ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৭ (তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল-শিলচর) এক্সপ্রেস, ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৪০৩৮ (নিউ দিল্লি-শিলচর) এক্সপ্রেস এবং ০২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৪৬২০ (ফিরোজপুর ক্যান্ট.-আগরতলা) এক্সপ্রেসকে এনরুটে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

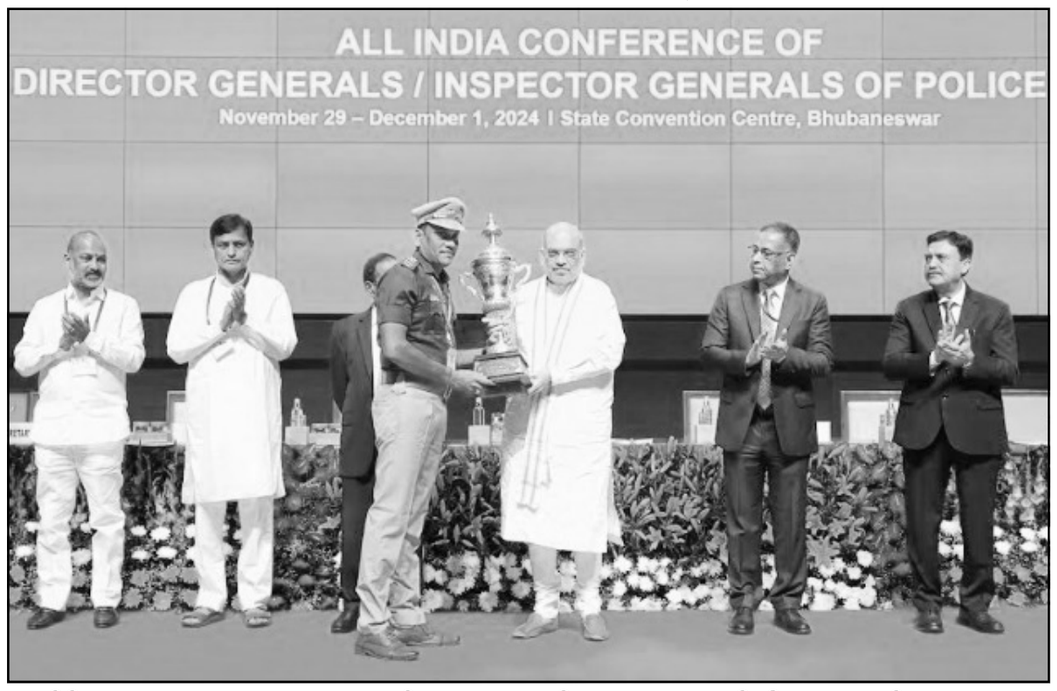

আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের জন্য জিরো টলারেন্স কৌশল ও জিরো টলারেন্স পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর

নতুনদিল্লি, ৩০শে নভেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ৫৯ তম ডিজিএসপি/আইজিএসপি সম্মেলন ২০২৪ এর উদ্বোধন করেছেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাইব্রিড পদ্ধতিতে আয়োজিত এই সম্মেলনে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ডিজিএসপি/আইজিএসপি এবং সিএপিএফ/সিপিও-র প্রধানরা উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবও এই আলোচনায় অংশ নেন।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর আধিকারিকদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে পরিষেবা প্রদানের জন্য পুলিশ পদক প্রদান করেন। তাছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের র‍্যাঙ্কিং অফ পুলিশ স্টেশনস ২০২৪" বইটির আবরণ উন্মোচন করেন। সেই সাথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সেরা তিনটি থানাকে ট্রফি প্রদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণে অমিত শাহ ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন নির্বিঘ্নে কার্যকর করার জন্য পুলিশ আধিকারিকদের অভিনন্দন জানান।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ হিংসাদীর্ণ বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য পুলিশ আধিকারিকদের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অমিত শাহ বলেন, নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে আরোবেশি গ্রহনযোগ্য করে তুলেছে।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, নতুন আইনগুলির চেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "বিকাশিত ভারত '-এর স্বপ্ন পূরণে এবং ২০২৭ সালের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবার পথে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোড়দার করা, অনুপ্রবেশ রুখতে আরো কঠোর মনোভাবাপন্ন হওয়া এবং শহর এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় আরো বেশী নজর দেওয়া উচিত। শ্রী শাহ জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের জন্য জিরো টলারেন্স কৌশল এবং জিরো টলারেন্স পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সম্মেলনের পরবর্তী দুই দিনে বামপন্থী চরমপন্থা, উপকূলীয় নিরাপত্তা, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ, সাইবার অপরাধ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সহ সম্ভাব্য নানা অপরাধ দমনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করতে পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা একটি রোডম্যাপ তৈরি করবেন। নতুন ফৌজদারি আইন রূপায়ণের অগ্রগতি এবং পুলিশি ব্যবস্থায় উদ্যোগ ও তা রুপায়নে সর্বোচ্চ কি ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হবে আগামী দু "দিনে সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

আইআইটি গুয়াহাটি থেকে ভারতের বৃহত্তম বিজ্ঞান উৎসবের সাক্ষী হলো গোটা দেশ

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি), গুয়াহাটিতে ৩০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের আসর বসেছে। এ বছরের বিজ্ঞান উৎসব সমন্বয়ের ভারপ্রাপ্ত দপ্তর হল কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর)। এর আওতায় থাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তিরুবনন্তপুরম বিজ্ঞান উৎসব সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে। বিজ্ঞান জগতের এক অনন্য অনুষ্ঠান হল ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব। ২০১৫ সালে এর সূচনা হয়। প্রথমবার আইআইটি দিল্লিতে এর আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব ভারত এবারই প্রথম এই উৎসবের সাক্ষী হবে। দেশের বৃহত্তম এই বিজ্ঞান উৎসবে প্রতি বছর হাজার হাজার বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ আসেন। তরুণ প্রজন্ম এর থেকে অনুপ্রাণিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশকেও গতি দেয় এই উৎসব।

এবারের বিজ্ঞান উৎসবের মূল ভাবনা --- 'ভারতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিচালিত বিশ্বজনীন উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করা'। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে শিল্পের বিকাশের মেলবন্ধন ঘটানোর যে লক্ষ্য সরকারের রয়েছে, এর মধ্য দিয়ে সেই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক তাদের বিভিন্ন দপ্তরের সাহায্যে প্রতি বছর এই বিজ্ঞান উৎসবের আয়োজন করে। সরকারি সংস্থাগুলি ছাড়াও বিজ্ঞান ভারতী গোড়া থেকেই এই আয়োজনের অংশীদার হয়ে থেকেছে। এছাড়াও, ভারত সরকারের মুখ্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত উপদেষ্টা, মহাকাশ দপ্তর, পরমাণু শক্তি দপ্তর, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন নির্দেশনালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক, কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা দপ্তর, পরিবেশ মন্ত্রক, আয়ুষ মন্ত্রক, বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের বিভিন্ন ভাবনা এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে তা সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনায় উৎসাহিত করতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের চাহিদা ও প্রয়োজন মাথায় রেখে এমনভাবে ভাবনাগুলি বাছা হয়, যাতে প্রত্যেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং এ সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রয়োজন অনুসারে এবার বেশ কিছু নতুন ভাবনা বিজ্ঞান উৎসবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এবারের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল, 'চন্দ্রযান - চাঁদের সংগ্রহশালা'। এখানে চন্দ্রযান মিশনে ভারতের সাফল্য উদযাপনের জন্য ব্রিটিশ শিল্পী ডঃ লিউক জেরাম চাঁদের একটি মডেল তৈরি করেছেন। ৭ মিটার ব্যাসের এই মডেলটি অবিকল চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো দেখতে, যেখানে ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট চন্দ্রযান অবতরণ করেছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিতের ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরা হবে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি অংশগ্রহণ করবে। ভারতকে বিশ্বজনীন ম্যানুফ্যাকচারিং হাব-এ পরিণত করতে কী ধরনের প্রযুক্তি ও লজিস্টিক্স প্রয়োজন, তাই নিয়ে আলোচনা হবে।

নিউ নালন্দা অনুষ্ঠানে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মধ্যে মতবিনিময় হবে। বিভিন্ন প্রদর্শনী ও শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিতের প্রতি উৎসাহ বাড়ানো হবে।

প্রজ্ঞা ভারত অনুষ্ঠানে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কেমন ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনা হবে। কৃত্রিম মেধা, জৈব প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, রোবোটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর মতো অত্যাধুনিক বিষয় নিয়ে কথা হবে এই অনুষ্ঠানে।

নারীশক্তি --- এই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিতের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রগতি ও উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কেও জানানো হবে এই অনুষ্ঠানে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হ্যাকাথন --- বিকশিত ভারতের ভাবনা — এই অনুষ্ঠানে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের কাছ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্ভাবনী ভাবনা জানতে চাওয়া হবে। এই নিয়ে প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। বিজয়ীরা পাবেন আকর্ষক পুরস্কার।

ইয়ং সায়েন্টিস্টস কনক্লেভ — এই অনুষ্ঠানে ৪৫ বছরের কম বয়সী তরুণ বিজ্ঞানী, গবেষক ও উদ্ভাবকদের মধ্যে মতবিনিময় হবে। এতে তরুণ গবেষকরা ভারতের বিজ্ঞান সংক্রান্ত নীতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিজ্ঞান উৎসবে চিন্তানায়ক, মন্ত্রী, সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ এবং বিভিন্ন শিল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহীদের গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। থাকবে, শিক্ষকদের নিয়ে কর্মশালা। এতে বিজ্ঞান-শিক্ষকদের শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি, কৌশল ও সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। বিজ্ঞান সংক্রান্ত স্টার্ট-আপগুলি এই উৎসবে তাদের পণ্য ও পরিষেবা প্রদর্শন করার সুযোগ পাবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থা প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তির প্রয়োগ তুলে ধরবে। ভূ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদানের জন্য আয়োজন করা হয়েছে 'সাগরিকা' শীর্ষক অনুষ্ঠানেরও।

বিজ্ঞান শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিজ্ঞানী, গবেষক ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব এবং ভাবনা বিনিময়ের লক্ষ্যে 'সায়েন্স বিয়ন্ড বর্ডার্স' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকা নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে 'বিজ্ঞান্তিকা' শীর্ষক অনুষ্ঠানের। এখানে বিজ্ঞান বিষয়ক লেখকদের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ব্যবস্থা থাকছে। আয়োজন করা হয়েছে, বিজ্ঞান কবি সম্মেলন এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত নাটক ও শিল্প উপস্থাপনার। ভারতে পরমাণু শক্তির বিকাশ ও সামনে থাকা প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা কিভাবে করা যায়, তা নিয়ে আলোচনার জন্য থাকছে ফিউশন ফোরাম। এখানে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন, ওষুধপত্র, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরমাণু বিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হবে। থাকছে পড়ুয়াদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি আলোচনার অনুষ্ঠান। সামাজিক সংস্থাগুলিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে ব্যবহার করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হচ্ছে ন্যাশনাল সোশ্যাল অর্গানাইজেশন্স অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন্স মিট।

'ভিশন সংসদ' অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা, উপাচার্য, সভাপতি ও কর্তাদের নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক খেলনা ও খেলাধূলার ব্যবস্থাও থাকছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মিডিয়া কনক্লেভে সমবেত হবেন সাংবাদিক ও মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা। বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে।

ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক কাজকর্ম নিয়ে বিজ্ঞান উৎসবের প্রতিদিন সন্ধ্যায় লেড লাইট শো-এর আয়োজন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজ্ঞানচর্চার প্রতিবন্ধকতা এবং তা কাটিয়ে ওঠার উপায় নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ আলোচনার। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার খাবারদাবার নিয়ে নর্থ-ইস্ট ফুড স্ট্রিটের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্প, রীতি, পদ্ধতি ও প্রথা তুলে ধরতে আয়োজন করা হয়েছে নর্থ-ইস্ট কালচারাল ফেস্ট-এর।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রচার এবং প্রসারে এবারের ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব এক মাইলফলক হতে চলেছে।

বুলেট ট্রেন প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল স্ল্যাব : অশ্বিনী বৈষ্ণব

সুরাট, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার গুজরাটের সুরাটের কিম গ্রামে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের জন্য স্ল্যাব ট্র্যাক সিস্টেম পরিদর্শন করেছেন। কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে। পরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, বুলেট ট্রেন প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল স্ল্যাব।

ওয়াকফ বিল সংশোধন প্রসঙ্গে তোপ কল্যাণ-ফিরহাদের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ওয়াকফ বিল সংশোধনের নামে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐক্য ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছে মোদী সরকার। শনিবার রানি রাসমণি রোডে দলের সংখ্যালঘু সেলের সমাবেশ থেকে এই অভিযোগ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের মন্ত্রী-কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে কল্যাণের অভিযোগ, 'বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর রামমন্দির তৈরি করেছেন। একইভাবে ওদের বাকি সম্পত্তি হাতিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছেন? কিন্তু জেনে রাখুন, তৃণমূল কংগ্রেস ধর্মের লড়াই হতে দেব না। দরকার হলে আরও রক্ত দেব, কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধ্বংস হতে দেব না।'

এদিন এ প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, 'ওয়াকফ কী? আল্লার সম্পত্তি। সেটাকে সংরক্ষণের জন্য সংবিধান একটা সিস্টেম করে দিয়েছে। সেটাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আসলে মুসলিম সম্পত্তিগুলির দখল নিতে সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারাকে আঘাত করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে।'

তৃণমূল সাংসদের কথায়, বহু দরগার কাগজপত্র নেই। শয়ে শয়ে বছর ধরে যেগুলো ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে, সেগুলোর কাগজ নেই বলে আপনি সেগুলোর অধিকার কেড়ে নেবেন, তাই কখনও হয় নাকি? এভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের আবেগ, অধিকার নষ্ট করা হবে আর আমরা চুপ করে থাকব, তাই হয় নাকি?

জবাবও দিয়েছেন নিজেই। কল্যাণ বলেন, 'কাশী বিশ্বনাথ মন্দির বা পুরীর মন্দিরের কমিটিতে শুধু হিন্দুরা থাকলে মুসলিমদের কমিটিতে কেন শুধু মুসলিম থাকবে না? আপনি বলতে পারেন, নিরপেক্ষতার কথা, তাহলে বিশ্বনাথ বা পুরীর মন্দিরে কমিটিতে হিন্দু ছাড়া অন্যদের রাখা হয়নি কেন? সংবিধান তো সেই অধিকার কাউকে কেড়ে নিতে বলেনি।'

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি সরকার আদতে এই বিলএনে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে। বিল লাগু করে তাঁরা ধর্মীয় মেরুকরণ করতে চাইছে।

সম্প্রতি ওয়াকফ বিল নিয়ে বৈঠকে আহত হন কল্যাণ। তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরতে দেখা গিয়েছিল। ওই প্রসঙ্গ টেনে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নামোল্লেখ করে কল্যাণ বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনীর বিলের প্রতিবাদ করেছিলাম বলে উনি আমার মা, বাবা তুলে নোংরা ভাষায় গালাগালি করেছিলেন। এই রকম একটা নোংরা লোক কীভাবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হল, আমি সেটাই ভাবছিলাম।'

এদিন ফিরহাদ বলেন, 'ক্ষমতায় টিকে থাকতে ধর্মের বিভাজন তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। কে কী খাবে, কী পরবে তা কি বিজেপি ঠিক করে দেবে? উত্তরপ্রদেশে সেটাই হচ্ছে, পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। এ জিনিস বরদাস্ত করার প্রশ্নই নেই। ওদের প্ররোচনায় পা দেবেন না।'

প্রসঙ্গত, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে দল ও রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ওয়াকফ আইনে পরিণত হলে ওয়াকফ ব্যবস্থাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ২০২৪ সালে যেটা আনা হয়েছে, আমি মনে করি রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করার দরকার ছিল। অথচ আমাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়নি।'

সুস্থ হয়ে আর ফিরলেন না, প্রয়াত রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত প্রয়াত। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণে শোকের আবহ। সস্ত্রীক বারাণসীতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর সেরিব্রাল আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপর থেকেই গত একমাস ধরে সেখানে আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে আর ফিরতে পারলেন না কলকাতায়। শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সহবক্তা তো ছিলেনই পঙ্কজ দত্ত। কর্মজীবনে কোনও চাপের কাছে মাথা নত করেননি। তাঁকে বারবার পুলিশের গাফলতি নিয়ে সরব হতেও দেখা গিয়েছে।

Prof. (Dr.) Manik Saha

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

বিশ্ব এইডস দিবসে আবেদন

****

১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। এবছরের বিশ্ব এইডস দিবসের মূল ভাবনা -'Take the Rights Path'। বিশ্বব্যাপী এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এই দিবস পালন করা হচ্ছে।এইচ আই ভি জীবাণু এবং রোগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং সচেতন করে তোলাই হল এই দিবস উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য। এইচ আই ভি সংক্রমণ রোধ করা কিংবা এইডস রোগ প্রতিরোধের মূল অস্ত্রই হল সচেতনতা। মূলতঃ চারটি পথে এইচ আই ভি জীবাণু ছড়ায়। অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ, অপরীক্ষিত রক্ত ব্যবহার, একই সুঁচের বহু ব্যবহার এবং এইচ আই ভি আক্রান্ত মা থেকে শিশুর শরীরেও সংক্রমণ হতে পারে।

শিরাপথে মাদক ব্যবহারের ফলে দ্রুত এইচ আই ভি সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি বর্তমানে আমাদের রাজ্যে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। এর ফলে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব দ্রুত এইচ আই ভি সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি লক্ষ্য করা গেছে। তাই যুব সমাজকে রক্ষা করতে, শিরাপথে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ও এস টি সেন্টারে পরিসেবার মাধ্যমে এইচ আই ভি ঝুঁকিমুক্ত ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের এইচ আই ভি / এইডস প্রতিরোধে সতর্ক ও সজাগ থাকা আবশ্যক।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সহ অন্যান্য সরকারী দপ্তর ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীদের দায়বদ্ধতার পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এইডস মুক্ত দেশ ও জাতি গঠন করা সম্ভব। আসুন, আমরা সকলে মিলে এই মারণ ব্যাধির বিরুদ্ধে নাগরিক গণসচেতনতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি।

(প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা)

Office: Room No. 1312, New Capital Complex, Agartala - 799010, Tripura
Phone: 0381-2414000, 2414003, 2414318, Fax: 2413201, e-mail: cmoffice-tr@gov.in

৮৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ ও বিএসএফ।
কাঠালিয়া ব্লক এলাকার পূর্ব পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে যৌথ বাহিনী। এদিন প্রায় ৮৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।
যাত্রাপুর থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ বলেন, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাঠালিয়া ব্লক এলাকার পূর্ব পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব দিকে অর্থাৎ বেশ কয়েক কিলোমিটার জঙ্গলের জঙ্গলে হেটে গিয়ে একেবারে মেলাঘর থানার সীমান্তবর্তী জঙ্গলে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে প্রায় ৮৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। এদিনের অভিযানে পুলিশ ইন্সপেক্টর অরূপ দেববর্মা, আর এস আই সুরজিৎ রিয়াং, এ এস আই মলিন সরকার এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক। এছাড়া ১১ নং এবং ৯ নং দুটি ব্যাটালিয়নের এবং বনদপ্তরের আধিকারিকও ছিলেন। তিনি জানান, দেখুন উর্দতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই সমস্ত অভিযান আগামী দিন আরো চালানো হবে।

ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাভিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার সুকান্ত একাডেমিতে ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাভিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।
সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নরেন্দ্র জৈন, সাধারণ সম্পাদক জয়দেব সরকার। শনিবার ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে , ড্রাগ প্রাইস কন্টোল বিল নিয়ে আলোকপাত করেন। অনলাইনের ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইন নেই।।যত বেশি ছাড়,ততবেশি সন্দেহ।। কথাগুলি বলেন জয়দেব সরকার। সমস্যা দূরীকরণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।। ইস্যু গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। বলেন নরেন্দ্র জৈন। এছাড়াও ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সুদীপ কুমার রায় ,সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং-র উপর ইন্টার্নশিপের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: পানিসাগরের পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ তাদের ছাত্র ছাত্রীদের উন্নত শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি,সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় সহ বিভিন্ন দিক দিয়ে পারদর্শী করে তুলে তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের ভূমিকায় প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ও সফলতা অর্জন করে যাচ্ছে।
একে কেন্দ্র করেই উত্তর ত্রিপুরা জেলার সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিসাগরের পি এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ১৮ থেকে ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য একটি যুগান্তকারী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং এর উপর ইন্টার্নশিপের আয়োজন করে। সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির লক্ষ্য তরুণদের গতিশীল বিশ্বের সাথে পরিচিত করা এবং মেশিন লার্নিং এর উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি। এই ইন্টার্নশিপের সূচনা করেন প্রিন্সিপাল ইনচার্জ সানু ত্রিপাঠী। তিনি জানান প্রযুক্তি-চালিত বিশ্বের চাহিদা মেটাতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ দক্ষতায় সজ্জিত করার গুরুত্বের উপর উনারা জোর দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাগিরোডের পূর্ব চাকুমাকুতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ছয় বছরের শিশুর

মরিগাঁও (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত জাগিরোডের পূর্ব চাকুমাকু গ্রামে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ছয় বছর বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশুটি চাকুমাকু গ্রামের বাসিন্দা জনৈক সফিকুল ইসলামের ছেলে মমিনুল ইসলাম বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।
বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শুক্রবার বিকালে অন্য সমবয়সিদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিল মমিনুল ইসলাম। সে সময় সেখানে বিদ্যমান বিদ্যুতের উন্মুক্ত ট্রান্সফর্মারের সংস্পর্শে এসে গেলে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়।
গ্রামবাসীর অভিযোগ, বেশ কিছু দিন থেকে বিদ্যুতের ওই ট্রান্সফর্মার উন্মুক্ত। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে কয়েকবার বিষয়টি অবগত করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আজ একটি নিষ্পাপ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত ছয় বছর বয়সি শিশুর নিকট-আত্মীয়কে সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসী।

ঢাকায় ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননায় কবিতায় কটাক্ষ দেবাংশুর

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের রাজধানীতে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা মেনে নিতে পারছেন না কেউই। এবার গর্জে উঠলেন তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য্য। কবিতা লিখে বাংলাদেশকে মনে করালেন তাদের স্বাধীনতার পিছনে ভারতের অবদান। প্রশ্ন তুললেন কেন এই হিংসা? সঙ্গে পরিস্থিতির উন্নতিরও আশা করেছেন তিনি।
মুক্তি যুদ্ধের সময় ভারতের সহযোগীতার কথা মনে করিয়ে তিনি লিখেছেন, 'তোমার যখন মরণ-বাঁচণ লড়াই, পাকিস্তানের গুলিতে রক্ত বন্যা। সেদিনকে এক দেশ দাঁড়িয়েছে পাশে।' ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে করিয়ে কবিতায় প্রশ্ন তোলেন, 'পাকিস্তানের বাঙালি নিধন যজ্ঞ, সে না থাকলে কে দাঁড়াত রুখে, ঝাঁঝড়া হত তোমার বাবা-কাকা পা তুলেছ সেই তেরঙ্গার বুকে?' বাংলাদেশে অত্যাচারী হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে লিখেছেন, 'সংখ্যালঘু দেখতে পেলে করছ তাঁকে ধাওয়া, তোমার নেতা সত্যি নাকি শান্তি নোবেল পাওয়া?' ফের পরিস্থিতির বদল ঘটবে বলে আশাবাদী তিনি। শেষে দিয়েছেন সেই বার্তাই।
প্রসঙ্গত, ঢাকার বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) গেটের সামনে মাটিতে আঁকা ভারতীয় পতাকা। সেই তেরঙ্গায় পা দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। তার পরই দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক অ্যাম্বুল্যান্স চালক ধৃত

নদিয়া, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক অ্যাম্বুল্যান্স চালকের বিরুদ্ধে। মুখ বন্ধ রাখতে নির্যাতিতাকে টাকা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কথা না মানলে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে কল্যাণীতে। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে।
কল্যাণী পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। তার বয়স ১৩ বছর। ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল অ্যাম্বুল্যান্স চালক রঘু সরকারের বিরুদ্ধে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে নাবালিকাকে পাশের বাড়িতে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। এর পর মুখ বন্ধ রাখার জন্য কিছু টাকাও দেয় সে। মুখ খুললে নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মারারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু পরিবারের কাছে ভেঙে পড়ে নাবালিকা। গোটা বিষয়টি জানিয়ে দেয়। রাতেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কল্যাণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। থানায় যান প্রতিবেশীরাও। দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন সকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন কল্যাণী পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ মুখোপাধ্যায়। তিনিও এ বিষয়ে ধিক্কার জানিয়ে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। শনিবার ভোরে অভিযুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কালিম্পঙে দুর্ঘটনার কবলে বাস; মৃত্যু ৪ জনের, অনেকেই আহত

কালিম্পং, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকগামী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে গেল তিস্তায়। পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম সীমানার রংপোর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে উদ্ধারকারী দল।
স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দুপুর নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে যাত্রী নিয়ে একটি বাসটি গ্যাংটক যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম সীমান্তে রংপোর কাছে আচমকাই বাসটি খাদে পড়ে যায়। রাস্তা থেকে সোজা তিস্তায় পড়ে বাসটি। কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পান্ডে বলেছেন, কালিম্পং জেলার অন্তর্গত আন্ধেরির কাছে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকগামী একটি বাস দুর্ঘটনার পর চারটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা চলছে। কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালসুব্রহ্মণ্যম টি বলেন, "উদ্ধারকাজ চলছে। কয়েক জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। প্রায় ২০ জনের উপর আহত হয়েছেন।'

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিয়ে তোপ দিলীপের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিয়ে শনিবার ফুঁসে উঠলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বললেন, "আমরা চাল, ডাল না পাঠালে তো খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।" অবিলম্বে পরিস্থিতি শান্ত না হলে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিলেন তিনি।
তিনি শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা যদি চাল, ডাল পাঠানো বন্ধ করে দিই তাহলে তো ওরা খেতে পাবে না। চিকিৎসা থেকে বিয়ের বাজার, সবকিছুর জন্যই ওদের কলকাতায় আসতে হয়। হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ না হলে এবার সীমান্ত অবরোধ করে সব আটকে দেব। তখন দেখব, কত দম্ভ!"
এর পরই তিনি বলেন, দুই দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নেবে পরিস্থিতি কীভাবে আয়ত্তে আনা হবে তা নিয়ে। এভাবে অত্যাচার চললে মুখ বুজে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলেও সাফ জানান। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন, এই বিষয়ে কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে রাজ্য সরকার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কড়া বার্তা দিয়েছেন। এবার সুর চড়ালেন দিলীপ ঘোষ।
উল্লেখ্য, হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে শুক্রবার মহম্মদ ইউনুসের নোবেল পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

বেড়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে শারদোৎসবের আয়োজন করায় ক্লাব এবং পুজো উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আগের তুলনায় দুর্গাপূজার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ভালো বলেই আরও বেশি করে মানুষ শারদোৎসবে অংশ নিয়েছেন। আগামীদিনেও এই পরিবেশ আমাদের বজায় রাখতে হবে।
অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্ াচার্য। তিনি বলেন, শারদোৎসবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১৫টি ক্লাবকে এবং রাজ্যের অন্য ৭টি জেলার ২৮টি ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। মায়ের গমনে অংশ নেওয়া ৪৬টি ক্লাবের মধ্যে ৪টি ক্লাবকে আজ পুরস্কৃত করা হচ্ছে তাদের সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। এরমধ্যে দুটি ক্লাব যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত শারদ সম্মান ২০২৪ অনুষ্ঠানে এবারের মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। এবারের মায়ের গমনে প্রথম হয়েছে আগরতলার ব্লাডমাউথ ক্লাব। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে আগরতলার শতদল সংঘ এবং আগরতলা পৌর পূজা কমিটি। তৃতীয় হয়েছে আগরতলার মৌচাক ক্লাব। মায়ের গমনে বিজয়ী দলগুলিকে সুদৃশ্য ট্রফি, শংসাপত্র ছাড়াও আর্থিক পুরস্কার হিসেবে প্রথম স্থানাধিকারীকে ৫০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ৩০ হাজার ও ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় শ্রেষ্ঠ থিম বিভাগে প্রথম হয়েছে যোগেন্দ্রনগরের অগ্রদূত ক্লাব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে আগরতলার প্যারাডাইস সামাজিক সংস্থা ও কসমোপলিটন ক্লাব। শ্রেষ্ঠ পরিবেশবান্ধব পুজোয় প্রথম হয়েছে রাণীরবাজারের আপনজন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে আগরতলার শতদল সংঘ ও আপনজন ক্লাব। শ্রেষ্ঠ মন্ডপ সজ্জায় প্রথম হয়েছে আগরতলার চলমান সংঘ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে রাণীরবাজারের নেতাজি সুভাষ সংঘ ও আগরতলার মৌচাক ক্লাব। শ্রেষ্ঠ প্রতিমা বিভাগে প্রথম হয়েছে আগরতলার জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে চন্দ্রপুরের তুষার সংঘ ও আগরতলার গ্রিন অ্যারো ক্লাব। বড়বাজেটের পুজোর মধ্যে প্রথম হয়েছে আগরতলার ফ্লাওয়ার্স ক্লাব।

বিপ্লব দেবের

● প্রথম পাতার পর

জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক রঞ্জিৎ দাস, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, পঞ্চায়েত সমিতি এবং ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানগণ, উদয়পুর, অমরপুর এবং করবুক মহকুমা শাসকগণ, জেলার বিভিন্ন ব্লকের বি ডি ও গণ, জেলায় কর্মরত প্রত্যেকটি দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় সাংসদ শ্রীদেব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্পকে যথা সময়ে শেষ করার জন্য তিনি সকল কে পরামর্শ দেন।

পড়ুয়ারা

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনা সংগঠিত হয় পুলিশের উপস্থিতিতে। ২০১৮ নির্বাচনের পর বিজেপিতে যোগদানকারী এই বিজেপি নেতা নিজেকে অতি সক্রিয় দেখাতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় উপস্থিত সকলেই হতচকিত।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

পিপি জানান, ওই মামলায় শুনানিতে আদালতে ১৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। শুনানি শেষে আজ আদালত নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানার রায় দিয়েছে। অনাদায়ে অতিরিক্ত এক মাসের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিং।

করবেন মোদী

● প্রথম পাতার পর

অষ্টালক্ষ্মী মহোৎসবের নামকরণ করা হয়েছে দেবী লক্ষ্মীর অষ্টম অবতারের নামে, যা সমৃদ্ধি, সম্পদ, জ্ঞান, ধর্ম, কৃষি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। উৎসবের মাসকট হল পূরবী, উত্তর-পূর্বের প্রতিনিধিত্বকারী একটি অল্পবয়সী মেয়ে, প্রতিটি রাজ্যের উপাদানগুলি তার পোশাকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

তোপ তসলিমার

● প্রথম পাতার পর

আপদে-বিপদে পাশে থেকেছে, তাকেই এহেন অসম্মান! ভারতীয় পতাকার অবমাননার ঘটনায়, প্রতিবেশী দেশের মানমর্যাদার প্রতীককে পদতলে রেখে এহেন নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডের নিন্দায় ঝাঁঝালো প্রতিবাদ জানালেন সাহিত্যিক। তাঁর কথায়, বিশ্বের কোনও পতাকাকে কোনও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন মানুষ অবমাননা করে না।শুক্রবার রাতে তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, "বিশ্বের কোনও পতাকাকে কোনও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন মানুষ অবমাননা করে না। আমি বিশ্বের প্রতিটি পতাকাকে সম্মান করি, প্রতিটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান জানাতে আমি উঠে দাঁড়াই। পাকিস্তান যে এত আমাদের শত্রু দেশ, আমি পাকিস্তানের পতাকাকেও পোড়াবো না, পায়ে মাড়াবো না। বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবীরা ভারতের পতাকাকে পায়ে মাড়িয়ে যে সুখ পাচ্ছে, সে সুখ বিকৃত সুখ। যে মস্তিস্কে ঘৃণা থিকথিক করে, সে মস্তিস্ক অসুস্থ মস্তিস্ক। দুঃখ এই, বাংলাদেশ নামের দেশটি অসুস্থ অশিক্ষিত অপ্রকৃতিস্থ লোকের দেশ হয়ে উঠছে।"

বিভিন্ন সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

সরকারের এই ইতিবাচক প্রয়াসে জনগণ বিজেপি সরকারের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন।তাঁর কথায়, আগামীকাল নমো যুবা কর্মসূচির শেষ হয়েছে। যুবারা এই কর্মসূচিতে উপসিত লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিগত সরকার আগরতলায় এইভাবে সাড়া জাগানো যুবা কর্মসূচি করতে পারে নি।

পরিবহন মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

বাসে থাকা ভারতীয় যাত্রীদের ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে। তাদের সামনেই ভারত বিরোধী নানা স্লোগান দিয়ে এবং কটু মন্তব্য করে যাত্রীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসে থাকা ভারতীয় যাত্রীরা।ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন এবং বাসে থাকা ভারতীয় যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সেদেশের প্রশাসনকে দ্রুত হস্তক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তিন শিশু-শ্রমিক উদ্ধার জেলা প্রশাসনের

হাফলং (অসম), ৩০ নভেম্বর ((হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলং হোলিস্প্রিট হাসপাতালের নির্মাণস্থল থেকে আজ শনিবার তিন শিশু-শ্রমিককে উদ্ধার করেছে জেলা প্রশাসন।চাইল্ড হেল্প লাইন ইউনিট ১০৯৮ নম্বর থেকে একটি ফোন পেয়ে জেলা পর্য্যায়ের শিশুশ্রম টাস্ক ফোর্স এবং জেলা শ্রম বিভাগের সমন্বয়ে হাফলং হোলিস্প্রিট হাসপাতালের নির্মাণস্থল থেকে শিশুশ্রমে নিয়োজিত তিন শিশুকে উদ্ধার করা হয়। এ নিয়ে শিশুশ্রমে তিন শিশুকে নিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগ কর্তার বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করা হয়েছে। শিশু-শ্রমিকদের উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সহকারী কমিশনার ধৃতিরাজ আলমিয়ান, শ্রম পরিদর্শক স্মৃতি সোনালী হোজাই, ইন্সপেক্টর মমিতা পাটোর সহ পুলিশ আধিকারিক।

নতুন যাত্রা

● প্রথম পাতার পর

তিনি উল্লেখ করেন, আগর গাছ থেকে শুধু চিপস ও তেল নয়, আরও বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করা যায়, যেমন আগর গাছের পাতা থেকে চা , সাবান, ধূপ, সেন্ট, ইত্যাদি।
ত্রিপুরা সরকার কদমতলা ব্লকের বরগুল এলাকায় একটি আগর হাব গড়ে তোলার কাজ করছে। এই হাব আগর ব্যবসায়ীদের উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং নতুন প্রজন্মকে এই শিল্পে আগ্রহী করবে। আনফর আলী বলেন, ত্রিপুরা থেকে সরাসরি বিদেশে আগর চিপস ও তেল রপ্তানির ব্যবস্থা করা গেলে রাজ্যের অর্থনীতি আরও মজবুত হবে এবং সরকারও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব পাবে।
আনফর আলী দুই ভাইয়ের যৌথ পরিবারের একজন। তার স্ত্রী এবং দু ভাইয়ের চার সন্তান রয়েছে। পরিবারের খরচ ও তার ও ভাইয়ের সন্তানদের শিক্ষা এই আগর ব্যবসার আয়ের উপর নির্ভরশীল।ত্রিপুরার আগর শিল্প এক নতুন দিগন্তে পা রেখেছে। আনফর আলীর মতো উদ্যোগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা এবং সরকারের সহায়তায় এই শিল্প আরও সমৃদ্ধ হতে পারে। আনফর আলী তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানিয়েছেন এই শিল্পে যুক্ত হয়ে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করার পাশাপাশি দেশের অগ্রগতিতে অংশীদার হতে।
ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আগর চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যদি রাজ্য সরকার এই সম্প্রদায়ের মানুষদের আগর চাষের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে, তবে তারা নিজেদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে পারবে।
এই ধরনের উদ্যোগ শুধুমাত্র তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই নয়, সামাজিক উন্নয়নেও সহায়ক হবে। এতে জনজাতি সম্প্রদায়ের জীবিকা আরও মজবুত হবে এবং তারা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারায় শামিল হতে পারবে। আগর শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এই মানুষদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার এক অপার সম্ভাবনা রয়েছে।
ত্রিপুরার আগর শিল্প বর্তমানে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছানোর পথে। আনফর আলীর মতো উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের পরিশ্রম এবং সরকারের সহায়তায় এই শিল্প আরও সমৃদ্ধ হতে পারে।
আগামী ২-৪ ডিসেম্বর আগরতলার পলো টাওয়ারে একটি বিশেষ আগর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এতে দেশের বিভিন্ন স্থান ও বিদেশ থেকে ক্রেতারা আগর শিল্পের সাথে পরিচিত হতে এবং পণ্য কিনতে আসবেন।

বিদ্যুৎ মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৬০০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে রুকিয়া ১৮ মেগাওয়াট, রামচন্দ্রনগর ৪৫ মেগাওয়াট এবং পালাটানা ৫৩৭ মেগাওয়াট।
তাঁর কোথায় , কেন্দ্রীয় সেক্টর থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় - লোকটাক ১১ মেগাওয়াট, কোপিলি ৮ মেগাওয়াট, কপিলী টু ২.২ মেগাওয়াট , এজি বি পি পি ১৪ মেগাওয়াট, এ জিটিপিপি ১২ মেগাওয়াট, ডিএইচইপি ৪ মেগাওয়াট ,আরএইচইপি ২৮ মেগাওয়াট, পালটানা ১১১ মেগাওয়াট , বিজি টিপিপি ৪৯ মেগাওয়াট, পিএআরই ৮ মেগাওয়াট, মনারচক ৬৫ মেগাওয়াট (তবে বর্তমানে মনারচক বন্ধ আছে)।একমাত্র রুখিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে টিপিজিএল এর বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১৮ মেগা ওয়াট। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ দেওয়া হয় ৬০ মেগাওয়াট। বাংলাদেশের কাছে এই মুহূর্তে বকেয়া অর্থ ১৩৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে লেট পেমেন্ট সারচার্জ যুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ বিদ্যুতের বকেয়া পরিশোধ করছে বলেও মন্ত্রী জানান।
বিদ্যুৎ মাশুল সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সর্বশেষ বিদ্যুতের ট্যারিফ বৃদ্ধি হয় ১ আগস্ট ২০২৪ থেকে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি এবং আন্ত রাজ্য বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির কারণেই ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন এই ট্যারিফ বৃদ্ধি করে। আগে যেখানে গ্যাসের প্রতি ইউনিটের মূল্য ছিল ২৩৮ টাকা ৩২ পয়সা, সেখানে বর্তমানে প্রতি ইউনিট গ্যাসের মূল্য হয়েছে ৭০৪ টাকা ২৯ পয়সা। অর্থাৎ গ্যাসের মূল্য ১৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তরাজ্য বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে আগে যেখানে প্রতিমাসে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পরিবহন খরচ হতো, সেখানে বর্তমানে প্রতিমাসে এই খরচ দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি টাকায়। যা ১৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৪ সালে ট্যারিফ বৃদ্ধি হওয়ার পর যা দাঁড়িয়েছে। সিঙ্গেল ফেজ ডোমেস্টিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শূন্য থেকে ৩০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকের সংখ্যা ৮৯ হাজার ২৬৮ জন। শূন্য থেকে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সংখ্যা তিন লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৫৬ জন। ৫১ ইউনিট থেকে ১৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৪৮ জন। ১৫১ ইউনিট থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সংখ্যা ৬৬ হাজার ৩৪২ জন। ৩০০ ইউনিটের উপরে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সংখ্যা ৩১ হাজার ৯৫৩ জন। হুকলাইন লাইন সম্পর্কিত বিষয় বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, গত ১ এপ্রিল থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ ইং পর্যন্ত মোট ৫৪০ টি হুক লাইন বিরোধী অভিযান সংগঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৪১ টি হুকলাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। মিটার পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৮১০ টি। এর মধ্যে মিটারে বিদ্যুৎ চুরি ধরা পড়েছে ৫৪৯ টি ক্ষেত্রে।মোট জরিমানা ধার্য করা হয়েছে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৯৬ টাকা। এর মধ্য থেকে জরিমানা আদায় হয়েছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৪২ টাকা।এই অভিযানে গিয়ে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা বকেয়া আদায় হয়েছে ১১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬১৩ টাকা।পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনায় সরকারি ভর্তুকিতে সোলার প্যানেল বসানোর জন্য মন্ত্রী এ দিন রাজ্যবাসীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি জানান পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনায় এখন পর্যন্ত ৯৯৫৯ জন নাম নথিভূক্ত করেছেন। সমস্ত কাগজপত্র জমা করেছেন ৯৮৯ জন। এর মধ্যে ফিজিবিলিটি অ্যাপ্রুভাল পেয়েছেন ৯৮২ জন। আগরতলায় বিদ্যুৎ নিগমের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত আগরতলায় আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন ছিল ২০৩ কিলোমিটার। ২০২৪ সাল পর্যন্ত আগরতলায় এই আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইনের দৈর্ঘ্য ৪৭৭ কিলোমিটার। ২০২৪ ২৫ অর্থবছরে আগরতলার জন্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড পরিকল্পনা নিয়েছে,ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশন নং ১ এর আওতাধীন মোট ২১ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল বসানো হবে। মোট তিনটি ১৫ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বসানো হবে , যার ২ টি বসবে প্রগতি সাব স্টেশনে এবং ১ টি বসবে এন এস আর সি সি সাব স্টেশনে। ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশন নং ২ এর অধীনে মোট ২৪.৩ কিলোমিটার ৩৩ কেভি ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল বসানোর পরিকল্পনা আছে। ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স ডিভিশন এর অধীনে মোট ১১.১৫ কিলোমিটার ৩৩ কেভি ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও মন্ত্রী এ দিন জানিয়েছেন।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পব

কাজ সারা বছর থাকে না। কোন কোন সময় তিন থেকে চার মাস পর রেগা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। আবার দেখা যায় হঠাৎ করে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজে কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য একসঙ্গে অনেকগুলি রেগা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যায়।এদিকে, অনেকগুলি কাজ একসঙ্গে শুরু হলেও হাজিরা একটি প্রকল্পের কাজের জন্যই দেওয়া হয় বলে আক্ষেপ করেন তাঁরা। ফলে সংসার প্রতিপালন নিয়ে তারা ভীষণ সমস্যায় রয়েছেন। সরকারের কাছে তাদের দাবি, ন্যূনতম হলেও একটি স্থির বেতনের ব্যবস্থা করা হোক। অতিরিক্ত জেলাশাসক তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, ওই দাবি সনদ জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে পাঠানো হবে।

মর্মান্তিক মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

চাকমাঘাট এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল।
এবিষয়ে স্থানীয় লোকজনদের প্রাথমিক ধারণা, হয়তো অতিরিক্ত নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকার ফলে সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে যায় তিনি। আর এতেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় নেপাল দেবনাথের। এলাকার লোকজন তৎক্ষণাৎ ঘটনার খবর দিয়েছেন তেলিয়ামুড়া দমকলবাহিনীকে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে নেপাল দেবনাথের দেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নেপাল দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেয়।

মোস্তাক আলী : সিকিম ম্যাচের আগে উত্তরাখণ্ড জয়ে আজ মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল (রবিবার) ত্রিপুরার ম্যাচ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে। সৈয়দ মুস্তাক আলী সিনিয়র পুরুষ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরার জন্য নিয়ম রক্ষার ম্যাচ হলেও উত্তরাখণ্ডের পক্ষে ক্ষীণ আশা জিইয়ে রয়েছে বলা চলে। কেননা উত্তরাখণ্ড এ পর্যন্ত চারটি ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জয়ী হয়ে ৮ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে অন্ততপক্ষে ত্রিপুরা থেকে উঁচুতে অবস্থান করছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে খেলার সম্ভাবনা যথেষ্ট অনুজ্জ্বল। তবে ত্রিপুরার মতো পরাজয়ের সারণীতে থাকা দলের কাছে নিজেরা হার স্বীকার করতে নারাজ। ষষ্ঠ ম্যাচে ত্রিপুরা, সিকিম জয়ের ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হলেও এর আগে এবারকার টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে মরিয়া ত্রিপুরা দল, আগামীকাল উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে একটু ঘুরে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় নিয়ে খেলতে চাইছে। উত্তরাখণ্ড প্রথম ম্যাচে কর্নাটককে ছয় রানের ব্যবধানে এবং তৃতীয় ম্যাচে সিকিমকে আট উইকেটে পরাজিত করেছে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে বরোদার কাছে ৫ উইকেটে এবং চতুর্থ ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের কাছে ৪৩ রানে পরাজিত হয়েছিল। এদিকে, ত্রিপুরার অবস্থান এবারের নিরিখে যথেষ্ট সঙ্গীন। প্রথম ম্যাচে তামিলনাড়ুর কাছে ৪৩ রানে পরাজয় দিয়ে শুরু। একে একে কর্ণাটকের কাছে ৫ উইকেটে, গুজরাটের কাছে আট উইকেটে এবং বরোদার কাছে সাত উইকেটে হেরে পুরোপুরি ভাবেই পরাজয়ের সারণীতে গড়াগড়ি খেয়ে শেষের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে বলা চলে। আগামীকাল পঞ্চম রাউন্ডের খেলায় বিগ্রুপের অন্য ম্যাচে কর্ণাটক খেলবে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। গুজরাট মুখোমুখি হবে সিকিমের বিরুদ্ধে। বরোদা, স্বরাষ্ট্রও পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

মহিলা অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে দিল্লির কাছেও হেরে শূন্য হাতে বিদায় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ ম্যাচেও হারলো ত্রিপুরা। এবারের মরশুমে জয় একেবারে অধরা ত্রিপুরা দলের। গ্রুপ লীগে পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই হেরে বি গ্রুপের সর্বশেষ স্থানটি শোভিত করেই ঘরে ফিরেছে একেবারে শূন্য হাতে। নিয়ম রক্ষার ম্যাচ বা অন্তিম ম্যাচে ত্রিপুরার মেয়েরা ১২৮ রানের বড় ব্যবধানে দিল্লির কাছে পরাজিত হয়েছে।

বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৫ একদিবসীয় ট্রফি ক্রিকেটে। ম্যাচের শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

দিল্লি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৩৫ ওভারে এক উইকেটে ২৫২ রান সংগ্রহ করে। দলের ওপেনার নৈত্রা ব্যক্তিগত ৩০ রানে রান আউটের শিকার হলেও দলনেত্রী অনন্যা ১৬৩ রানে অপরাজিত থেকে দলের রান সমৃদ্ধ করে তোলে। সঙ্গে তানিশা ৪৪ রানে অপরাজিত থাকে। অনন্যা ১২৩ বল খেলে ৩৪ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৬৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়। জবাবে ত্রিপুরা ব্যাট করতে নেমে চার উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ৩৫ ওভার ফুরিয়ে যায়।

এদিকে গ্রুপ লীগের অপর খেলায় কর্ণাটক ১৪৪ রানের ব্যবধানে আসামকে পরাজিত করে। বলা বাহুল্য, কর্ণাটক অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। বরোদা, চন্ডিগড়ের ম্যাচটি টাই হয়েছে। চন্ডিগড় সীমিত ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৭ সংগ্রহ করলে জবাবে বরোদাও ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ৩৫ ওভার ব্যবহার করে নেয়। ম্যাচ টাই এর সুবাদে দু-দল দুই-দুই করে পয়েন্ট পেয়েছে। পাঁচ ম্যাচ থেকে ১৪ পয়েন্ট পেয়ে বরোদা পেয়েছে গ্রুপ রানার্স খেতাব।

৩ শর্ত: আইসিসি মানলে তবেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারতের দাবি মানবে পাকিস্তান

আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, ভারতের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে হলে 'হাইব্রিড মডেল'-এই তা করতে হবে। পাকিস্তান এই বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা এখনও জানায়নি। জানা গিয়েছে, ভারতের দাবি মেনে নিতে পারে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তবে তার আগে আইসিসিকে তিনটি শর্ত দিয়েছে তারা। সেই শর্ত মানলে তবেই রাজি হবে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের তিন শর্ত:

দুবাইয়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ভারতের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ দুবাইয়ে হতে পারে। তাদের নক আউট পর্বের খেলাও সেখানে হলে সমস্যা নেই। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে যে সব দল খেলতে যাবে তাদের নিরাপত্তা পর্যাপ্ত থাকতে হবে।

ভারত বাদ পড়লে বাকি খেলা পাকিস্তানে ভারত যদি গ্রুপ পর্বে বাদ পড়ে তা হলে আগের সূচি অনুযায়ী সেমিফাইনাল ও ফাইনাল লাহোরেই হবে। দুবাইয়ে আর কোনও ম্যাচ হবে না।

ভারতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান খেলবে নিরপেক্ষ মাঠে পরবর্তী কালে ভারতকে যদি আইসিসি কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দেয়, তা হলে পাকিস্তান খেলতে যাবে না। পাকিস্তানের সব প্রতিযোগিতা কোনও নিরপেক্ষ দেশে ফেলতে হবে।

এই তিনটি শর্ত আইসিসি মানলে তবেই 'হাইব্রিড মডেল'-এ রাজি হবে পাকিস্তান।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য শুক্রবার বৈঠক ডেকেছিল আইসিসি। সেই বৈঠক ১৫ মিনিটের মধ্যেই স্থগিত করে দেওয়া হয়। শুক্রবারের বৈঠকে সব পক্ষই হাজির ছিল। তবে প্রতিটি দেশকে সিদ্ধান্ত নিতে সময় দেওয়ার জন্য বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার আবার বৈঠক হতে পারে। শনিবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে হাজির থাকতে পারেন পাক বোর্ড প্রধান মহসিন নকভি। পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য সকল সদস্য দেশকে উপায় খোঁজার অনুরোধ করেছে আইসিসি।

এ দিনের বৈঠকে ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়াও বাকি ১০টি পূর্ণ সদস্য দেশ ছিল। দু'দেশের কাছেই আইসিসি অনুরোধ করেছে এমন সমাধান খুঁজে বার করতে যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা।

তবে আর একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আইসিসি-র তরফে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে পিসিবি-কে, যাতে তারা রাজি হয় 'হাইব্রিড মডেল'-এ খেলতে। না হলে পাকিস্তান থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। ভারত এ দিন ফের পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

নতুন চাপে পাকিস্তান বোর্ড, বাটলার-সল্টদের পাক লিগে খেলার অনুমতি দিল না ইংল্যান্ড, ছাড় আইপিএলে

আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চাপে রয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তারা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চাপ আরও বাড়িয়ে দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলা নিয়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইসিবি। বেন স্টোকস, ফিল সল্ট, জস বাটলারদের আর পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে না। কারণ ইসিবির নিষেধাজ্ঞা। পিএসএলের সময় হয় ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট। কয়েক বছর ধরে ইংল্যান্ডের বেশ কিছু ক্রিকেটার পাকিস্তানে চলে যাচ্ছেন টি-টোয়েন্টি লিগ খেলতে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট। বিশেষ করে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট। তার প্রভাব পড়ছে টেস্ট ক্রিকেটেও। পরিস্থিতি সামলাতে ক্রিকেটারদের পিএসএলে খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইসিবি। ফলে কিছুটা হলেও জৌলুস হারাতে পারে পাকিস্তানের প্রতিযোগিতা। ইসিবি-পিসিবি সম্পর্ক খারাপ নয়। ইংল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তারা পাকিস্তানে দল পাঠাতেও আপত্তি করেন না। তবে এই নিষেধাজ্ঞা শুধু পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি লিগের জন্য নয়। বিদেশের কোনও টি-টোয়েন্টি লিগেই খেলতে পারবেন না বাটলার, সল্টেরা। ব্যতিক্রম শুধু ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল।লাল বলের ক্রিকেটকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে চাইছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তারা। তাই দেশের সেরা ক্রিকেটারদের টেস্টের জন্য তৈরি রাখতে চাইছেন তাঁরা। ইসিবি জানিয়েছে, ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলে বিদেশে টি-টোয়েন্টি লিগ খেলতে যেতে পারবেন না ক্রিকেটারেরা। ঘরোয়া ক্রিকেটের সময় কোনও ক্রিকেটারকে বিদেশে খেলতে যাওয়ার অনাপত্তিপত্র (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসিবি। গত বছরই কয়েক জন ক্রিকেটারকে বিদেশি লিগে খেলতে যেতে দেয়নি ইসিবি। তাঁদের অনাপত্তিপত্রের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। এ বার সরাসরি অনাপত্তিপত্র না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইসিবির চিফ এক্সিকিউটিভ রিচার্ড গোল্ড বলেছেন, "আমরা আমাদের ক্রিকেটের স্বার্থ রক্ষা করতে চাই। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের ক্রিকেটের স্বার্থই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সব কিছু খতিয়ে দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" এই সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের আয়ে প্রভাব ফেলবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগ এখন ক্রিকেটারদের আয়ের বড় উৎস। ইসিবির এই সিদ্ধান্তে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের রোজগার কমার সম্ভাবনা তৈরি হল। বিশেষ করে যাঁরা আইপিএলে থাকবেন না, তাঁদের রোজগার অনেকটাই কমে যেতে পারে।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েও ছবি তুলতে দিলেন না আমেরিকার অ্যাথলিট, কেন ?

টি১০০ ট্রায়াথলনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে এ বার থেকেই। সেখানে নাম দিয়েছিলেন আমেরিকার টেলর নিব। জিতলেন তিনিই। বাকিদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে থেকে জিতলেন টেলর। কিন্তু ২৬ বছরের সেই মহিলা অ্যাথলিট তাঁর ছবি তুলতে বারণ করেছিলেন চিত্রগ্রাহকদের। কেন ?ট্রায়াথলনে অ্যাথলিটদের সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো এবং দৌড়নো থাকে। নিব প্রতিযোগিতা চলাকালীন মলত্যাগ করে ফেলেন। সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, দৌড়ের মাঝে ট্রায়াথলনে এমন ঘটনা খুব অবাক করে দেওয়ার মতো নয়। তবে নিব এমন পরিস্থিতিতেও মাথা ঠান্ডা রেখে দৌড় শেষ করেন এবং প্রতিযোগিতা জিতে নেন। ১৮ কিলোমিটার দৌড়ের মাঝে তিনি এক চিত্রগ্রাহককে বলেন, "আমি মলত্যাগ করে ফেলেছি। দয়া করে আমার ছবি পিছন দিক থেকে তুলবেন না।" কথা রাখেন সেই চিত্রগ্রাহক। তিনি নিবের ছবি আর পিছন থেকে তোলেননি। তবে নিবের ছবি তুলতে বারণ করার ভিডিয়োটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ট্রায়াথলনে অ্যাথলিটদের সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো এবং দৌড়নো থাকে। নিব প্রতিযোগিতা চলাকালীন মলত্যাগ করে ফেলেন। সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, দৌড়ের মাঝে ট্রায়াথলনে এমন ঘটনা খুব অবাক করে দেওয়ার মতো নয়। তবে নিব এমন পরিস্থিতিতেও মাথা ঠান্ডা রেখে দৌড় শেষ করেন এবং প্রতিযোগিতা জিতে নেন। ১৮ কিলোমিটার দৌড়ের মাঝে তিনি এক চিত্রগ্রাহককে বলেন, "আমি মলত্যাগ করে ফেলেছি। দয়া করে আমার ছবি পিছন দিক থেকে তুলবেন না।" কথা রাখেন সেই চিত্রগ্রাহক। তিনি নিবের ছবি আর পিছন থেকে তোলেননি।

প্রাচ্য ভারতী স্কুলের হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ক্রিকেট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জমজমাট চলছে স্কুল ক্রিকেটের আসর। প্রাচ্য ভারতী স্কুলের ডায়মন্ড জুবলি উপলক্ষে। ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল আসর বারোটি দলকে নিয়ে। শনিবার গ্রুপ পর্যায়ের খেলা শেষ হয়। ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা। আসরে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে ৫ এবং ৬ ডিসেম্বর। ৭ ডিসেম্বর হবে ফাইনাল ম্যাচ। ওই স্কুলের শিক্ষক তুষার কান্তি ভৌমিক, সুকান্ত দেবনাথ এবং কমল রবিদাস অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে ওই আসর পরিচালনা করে চলছেন। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অ্যাডিলেড টেস্টের আগে বড় ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার, ছিটকে গেলেন হ্যাজেলউড

পারথে প্রথম টেস্টের লজ্জার হারে এমনিতেই বেশ চাপে ছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার অজি শিবিরের সমস্যা আরও বাড়ল। অ্যাডিলেডে দিনরাতের টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন দলের অন্যতম সেরা পেসার জস হ্যাজেলউড। তাঁর পরিবর্তে দুই তরুণ পেসারকে দলে ডেকে নিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। পারথ টেস্টে অজি বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখিয়েছেন হ্যাজেলউডই। পারথে মোট ৩৪ ওভার বল করে মাত্র ৫৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন তিনি। কিন্তু ওই টেস্ট চলাকালীনই সামান্য আঘাত পান। সেই আঘাতের জেরেই হ্যাজেলউড ছিটকে গেলেন দ্বিতীয় টেস্ট থেকে। দিনরাতের টেস্টে হ্যাজেলউডের অভাব যে ভালোমতো টের পাবে অজিরা, সেটা বলা বাহুল্য। তবে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম একাদশে না থাকলেও অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গেই থাকবেন ওই ডানহাতি পেসার। সিরিজের বাকি ম্যাচগুলির প্রস্তুতি নেবেন তিনি।

হ্যাজেলউড ছিটকে যাওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে দুই ক্রিকেটারকে ডেকেছে অস্ট্রেলিয়া। একজন শন অ্যাবোট, অপরজন ব্রেন্ডন ডগেট। অ্যাবোট বেশ কিছুদিন অজি জাতীয় দলের চৌহদ্দিতে থাকলেও এখনও তাঁর অভিষেক হয়নি। সাদাবলের ক্রিকেটে অবশ্য খেলেছেন তিনি। অন্যদিকে ডগেট এখনও কোনও ফরম্যাটেই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেননি। শেষবার ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দলে থাকলেও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। তবে এই দুই অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে দলে নিলেও অ্যাডিলেডে সম্ভবত প্রথম একাদশে এদের খেলা হবে না। প্রথম একাদশে হ্যাজেলউডের পরিবর্তে সম্ভবত সুযোগ পাবেন স্কট বোল্যান্ড। ইন্ডিয়া এ দলের বিরুদ্ধে নজর কেড়েছেন তিনি। এর আগে জাতীয় দলে একটাও ম্যাচ না খেলা ব্যু ওয়েবস্টারকে দলে ডেকেছে অস্ট্রেলিয়া। কারণ দলের নিয়মিত অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের ফিটনেস নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মার্শ অ্যাডিলেডে বল করতে না পারলে প্রথম একাদশে ঢুকে যেতে পারেন ওয়েবস্টার।

পার্থে সফল ওপেনিং জুটি, ব্যাটিং অর্ডারে নীচে নেমে যাবেন রোহিত ?

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম টেস্ট জয়ের পর আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় দল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ৬ ডিসেম্বর থেকে। তার আগে ৩০ নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন রোহিত শর্মারা। তবে ভারতীয় শিবির এক দম চিন্তা মুক্ত নয়। বরং, প্রথম টেস্টে একাধিক ক্রিকেটার ভাল পারফর্ম করার পর দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে খানিকটা হলেও চাপে টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রথম টেস্টের সময় ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের জন্য তিনি প্রথম টেস্ট খেলেননি। পার্থে তাঁর পরিবর্তে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করেছিলেন লোকেশ রাহুল। রোহিত যোগ দেওয়ায় তাঁর খেলা নিশ্চিত এবং তিনিই দলের নিয়মিত ওপেনার। পার্থে রান পাওয়া রাহুল কি তা হলে প্রথম একাদশের বাইরে চলে যাবেন? নাকি তিনিই ওপেন করবেন? রোহিতই কত নম্বরে ব্যাট করতে নামবেন? নিজের জায়গা কি সতীর্থকে ছেড়ে দেবেন? শুভমন গিলের চোট সেরে গেলেই বা তিনি কার জায়গায় প্রথম একাদশে আসবেন? এমনই নানা প্রশ্ন রয়েছে ক্রিকেট মহলে।

প্রস্তুতি ম্যাচের আগের দিন ভারতীয় দলের অন্যতম সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এখনও কিছু ঠিক হয়নি। টেস্ট শুরু হবে ৬ ডিসেম্বর। এত আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। আপাতত আমরা প্রস্তুতি ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। দেখা যাক আমাদের পারফরম্যান্স কেমন হয়। অ্যাডিলেডে পৌঁছে পরিকল্পনা করার সময় থাকবে।" শুভমন কি খেলতে পারবেন প্রস্তুতি ম্যাচে? নায়ার বলেছেন, "দলের ফিজিয়ো শুভমনের চোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। সাধারণ ভাবে ভালই মনে হচ্ছে। ব্যাট করতে সমস্যা হচ্ছে না। এখনও মাঠে অনুশীলন শুরু করেনি। ইন্ডোরে অনুশীলন করছে। ফিজিয়ো চোট খতিয়ে দেখার পর শুভমনের খেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট দিন-রাতের। খেলা হবে গোলাপি বলে। নায়ার বলেছেন, "পার্থক্য বলতে, আমাদের বলের রঙের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হবে। গোলাপি বল একটু বেশি চকচকে হয়। সেটার সঙ্গেও চোখ সওয়াতে হবে। আগামী কয়েক দিন আমাদের এই বিষয়গুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। আসলে পার্থক্য আসলে মানসিকতার। আমরা অবশ্য পার্থেও গোলাপি বলে অনুশীলন করেছি।" কোচ গৌতম গম্ভীর প্রথম টেস্টের পর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দেশে ফিরেছেন। তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নন নায়ার। সহকারী কোচ বলেছেন, "গৌতি ভাই কয়েক দিনের মধ্যে ফিরে আসবে। সঠিক তারিখ বলতে পারব না। তবে অ্যাডিলেড টেস্টের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবে।"

বোর্ডের দায়িত্ব ছাড়ার এক দিন আগে ভারতের নতুন জার্সি উদ্বোধন জয় শাহের

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে খেলার জন্য এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে ভারতের সিনিয়র দল। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো তারকা ক্রিকেটারকে ছাড়াই উন্মোচন হল ভারতীয় দলের নতুন জার্সির। এক দিনের ক্রিকেটে আগামী দিনে যে জার্সি পরে নামবে ভারতীয় দল তা প্রকাশ্যে আনা হল শুক্রবার। মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে জার্সি প্রকাশ করেছেন সচিব জয় শাহ এবং মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর।

বোর্ডের সচিব পদে আর এক দিন মেয়াদ রয়েছে জয় শাহের। ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি-র দায়িত্ব নিতে চলেছেন তিনি। তার আগেই নতুন জার্সি প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন। মহিলা দলই প্রথম এই জার্সিটি পরবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাদের এক দিনের সিরিজ শুরু হচ্ছে ২২ ডিসেম্বর থেকে। তার আগে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ায় এক দিনের সিরিজ খেলবে। সেখানে এই জার্সি পরবে না। জার্সির রং নীলই রাখা হয়েছে। তবে কাঁধের কাছে জাতীয় পতাকার অনুকরণে তিনটি রং রাখা হয়েছে। তার মাঝে রয়েছে তিনটি সাদা রঙের স্ট্রাইপ। জার্সি প্রকাশ করার পর বোর্ডের পোস্ট করা ভিডিয়োয় হরমনপ্রীত বলেন, "নতুন জার্সি উন্মোচন করতে পেরে আমি আপ্লুত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার সময় আমরাই প্রথম এই জার্সি পরে নামব, এটা ভেবে গর্ববোধ হচ্ছে। আমি খুব খুশি। জার্সিটা দারুণ হয়েছে। কাঁধের কাছে তেরঙা নকশা খুব সুন্দর।"

'ভুল পথে চালিত হয়েছে, ধাক্কা দরকার ছিল', পৃথ্বীকে নিয়ে মোহভঙ্গ দিল্লির অন্যতম কর্ণধারের

গত সাত বছর দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে আইপিএল খেলেছেন পৃথ্বী শ। এ বার তাঁকে ধরে রাখেনি দিল্লি। আইপিএল নিলামেও তাঁকে কেনেনি কোনও দল। ফলে আগামী মরসুমে আইপিএলে থাকছেন না মুম্বইয়ের ব্যাটার। পৃথ্বীকে ফিরিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্তে ভুল নেই বলেই মনে করেন দিল্লির অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দল। তাঁর বক্তব্য, পৃথ্বীর একটা ধাক্কা দরকার ছিল। পৃথ্বীকে নিয়ে তাঁর আক্ষেপ থাকলেও আফসোস নেই। এক সময় দেশের অন্যতম প্রতিভা ব্যাটার হিসাবে মনে করা হত পৃথ্বীকে। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৮ সালে অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল ভারত। দেশের হয়ে পাঁচটি টেস্ট, ছ'টি এক দিনের ম্যাচ, একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। টেস্ট অভিষেকেই শতরান করেছিলেন পৃথ্বী। ভাল শুরু করার পরেও ক্রমশ খেলা থেকে হারিয়ে গিয়েছেন মুম্বইয়ের ২৫ বছরের ব্যাটার। এ বার আইপিএলেও দল পাননি প্রতিভাবান ক্রিকেটার।কেন পৃথ্বীর মতো ব্যাটারকে রাখল না দিল্লি? দলের অন্যতম কর্ণধার জিন্দল বলেছেন, "জুনিয়র স্তরে পৃথ্বী খুব ভাল ক্রিকেটার ছিল। কিন্তু ও নিজেকে ভুল পথে চালিত করেছে। আমার মনে হয়, আমাদের ঠিক ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একটা ঝাঁকুনি বা ধাক্কার দরকার হয়। সেই ঝাঁকুনি বা ধাক্কাটা আমাদের ঘুম ভাঙায়। কারও কারও কিছুটা বড় হওয়ার পরও ঝাঁকুনি প্রয়োজন। কেউ যখন ছোট থেকে বার বার শুনতে থাকে, সে বিশেষ এক জন খেলোয়াড়, সেই সেরা প্রতিভা, তখন কিছু সমস্যা তৈরি হয়। একটি সংস্থা সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলির ছাড়া শুধু ওকেই স্পনসর করে। এটা থেকেই বোঝা যায় ওর সম্পর্কে সকলের ধারণা কেমন ছিল।" জিন্দল হতাশার সঙ্গে আরও বলেছেন, "কেউ ওকে ব্রায়ান লারার সঙ্গে তুলনা করত। কেউ তুলনা করত সচিনের সঙ্গে। ওকে ভবিষ্যতের সেরা ব্যাটার হিসাবে চিহ্নিত করা হত। এমন একটা পরিবেশে বেড়ে উঠেছে পৃথ্বী। মুম্বইয়ের সকলে ওকে নিয়ে ভীষণ আশাবাদী ছিল। এই বিষয়গুলোই সমস্যা তৈরি করেছে। আমার মনে হয় পৃথ্বীর এই ধাক্কাটা দরকার ছিল। গত বছর পর্যন্ত আইপিএলে দল ছিল। মুম্বইয়ের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট খেলছিল। আইপিএল খেলার শুরু থেকেই পৃথ্বী দিল্লিতে ছিল। কিন্তু সেই জায়গাটা ধরে রাখতে পারেনি।"জিন্দল অবশ্য মনে করেন না পৃথ্বীর ক্রিকেটজীবন শেষ। বরং এখনও তিনি মুম্বইয়ের ব্যাটারকে নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেছেন, "পৃথ্বীকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ক্রিকেটকে আবার ভালবাসতে হবে ওকে। নেট থেকে শুরু করতে হবে। ফিটনেস ভাল করতে হবে। ওকে বুঝতে হবে কী কী ভুল করেছে। আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে পৃথ্বীকে।"পুরনো পৃথ্বী ফিরে এলে, দিল্লি কি তাঁকে ফিরিয়ে নিতে পারে? দলের অন্যতম কর্ণধার তিনি বলেছেন, "পৃথ্বীর প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ নেই। সকলেই ওর প্রতিভার ঝলক দেখেছে। আমি ওকে পছন্দ করি। আশা করব ও দ্রুত প্রাথমিক বিষয়গুলোর প্রতি যত্নশীল হবে। আবার আগের মতো খেলবে। যে কারণে পৃথ্বীর পরিচিতি, সে ভাবেই ওকে আমরা দেখতে পাব।" উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা দিয়ে পথ্বীকে দলে নিয়েছিল দিল্লি। ২০২২ সালে ৭ কোটি ৫০ লাখ টাকায় তাঁকে ধরে রাখেন জিন্দলেরা। একাধিক বার পৃথ্বীর বিরুদ্ধে উঠেছে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ। মাস খানেক আগে মুম্বইয়ের রঞ্জি দল থেকে বাদ পড়েন পৃথ্বী। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে (এমসিএ) দেওয়া রিপোর্টে বলা হয়, পৃথ্বীর শরীরে ৩৫ শতাংশই মেদ। দলে থাকতে হলে কঠোর ফিটনেস ট্রেনিং করে অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে হবে। ফিটনেসের পাশাপাশি ফর্মেও নেই পৃথ্বী। গত বছর রঞ্জি ট্রফির সময়ও তাঁর বিরুদ্ধে শঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছিল। মুম্বই দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। যদিও সরকারি ভাবে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এ বার ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট মরসুম শুরু হওয়ার আগে পৃথ্বী ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে।

অলিম্পিকে প্রজননকে অন্তর্ভুক্ত করলে বাংলাদেশ অবধারিত চ্যাম্পিয়ন, কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): ফের বাংলাদেশকে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শনিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "গতকাল আমি বাংলাদেশী মুসলমানদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে একটি পোস্ট করেছিলাম। তাতে দ্বিতীয়, অর্থাৎ কাঠমোল্লা-মাদ্রাসা ছাপ (সংক্ষেপে 'কামাছা') শ্রেণী ফোঁস ফোঁস করতে করতে একেবারে ফেটে পড়েছে। অশ্রাব্য গালাগালি করছে, তার মধ্যে কিছু কথা বাংলায় লেখা হলেও (যেমন 'পাজিত') আমি কখনো শুনি নি। বোধ হয় এগুলো ওদের কোরান-হাদিসে আছে। তবে যে সংখ্যায় এরা রাসভধ্বনি করছে, তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট : বাংলাদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য জামাকাপড় নয়, কামাছা। এবং বাংলাদেশের জাতীয় দক্ষতা শুধু একটি বিষয়ে, যার নাম প্রজনন। হয়তো ভবিষ্যতে এরা দাবী করবে, অলিম্পিকে অন্যান্য খেলার সঙ্গে প্রজনন-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তাতে বাংলাদেশ অবধারিত চ্যাম্পিয়ন।"

৯ হাজারে পা রাখলেন উইলিয়ামসন, হারের মুখে নিউজিল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.):ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড তোলে ৪৯৯ রান। প্রথম ইনিংসে ১৫১ রানে পিছিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ড শনিবার তৃতীয় দিন শেষ করেছে ৬ উইকেট ১৫৫ রান নিয়ে। চার উইকেট হাতে নিয়ে তারা এগিয়ে আছে মাত্র চার রানে।

আগের দিনের পারফরম্যান্স ধরে ইংল্যান্ডের শেষের ব্যাটসম্যানরাও ঝড় তুলে দলকে নিয়ে যায় পাঁচশর কাছে। এরপর ব্রাইডন কার্স ও ক্রিস ওকসের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে দাঁড়াতে পারেনি

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়নে চিকিৎসকরা সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবেন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভালোভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নেবেন এই প্রত্যাশা তাদের কাছে সবার। আজ আগরতলার আইএমএ হাউজে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ৩০তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

এবারের সম্মেলনের থিম হচ্ছে শিশু চিকিৎসায় বর্তমান অগ্রগতি ও বাধা। অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ত্রিপুরা রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে রাজ্যের বরিষ্ঠ চিকিৎসক শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আলেখ্য দাশগুপ্তকে লাইফটাইম অ্যাচিভম্যান্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের এমবিবিএস পরীক্ষায় পেডিয়াট্রিকস বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী ডা. হিমানি দেবনাথকে সম্মাননা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে সম্মাননা স্বরূপ উপহার তুলে দেন। এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরনিকারও আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং স্বাস্থ্যকর সমাজ গঠনে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উন্নতিতে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বুদ্ধির বিকাশে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ভূমিকা অনস্বিকার্য।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সম্মেলনে অনেক নতুন নতুন বিষয় আলোচনায় আসবে যা আগামীদিনে শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের সুস্থ এবং সবলভাবে গড়ে তুলতে রাজ্যের ১২৫টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে রাজ্যভিত্তিক স্কুল হেলথ মিশনের সূচনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মূলত ৬টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে এই কর্মসূচিটি কাজ করবে। স্কুলের ভেতরে স্বাস্থ্যসম্মত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিশুদের অবগত করে স্কুলে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলাই হচ্ছে এই কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য। শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাজ্যে চালু মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশর অভিযান, পোষণ কর্মসূচি, রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম, অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত কর্মসূচি, ত্রিপুরা কিশোরী সুচিতা অভিযান ইত্যাদি প্রকল্পও কর্মসূচিসমূহের কথাও মুখ্যমন্ত্রী বিশদভাবে উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর ডা. সঞ্জীব কুমার দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অর্গানাইজিং চেয়ারপার্সন ডা মৃণাল দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সভাপতি ডা. শ্রীবাস দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার ডা. জয়ন্ত কুমার পোদ্দার।

১০০ কেজি শুকনো গাঁজা এবং ১৭ বস্তা চিনি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে মধুপুর থানার পুলিশ। অভিযানে নেমে ১০০ কেজি শুকনো গাঁজা এবং ১৭ বস্তা চিনি উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকা হবে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার বিকাল বেলা কোনাবন উদিরাম চৌধুরীপাড়া এলাকার এক বাড়ি থেকে এবং বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে ১০০ কেজির অধিক শুকনো গাজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকা। এদিকে মধুপুর থানার ওসি দেবজিত চ্যাটার্জী জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতেই তাদের এই সাফল্য। বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে মামলা নিতে যাচ্ছে মধুপুর থানার পুলিশ। জানা যায় ওই বাড়িতে বাড়ির মালিকের নাম বিমল দেববর্মা। এদিকে কোনাবন সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশে যখন পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল ১৭ বস্তা চিনি, মধুপুর থানার এএস আই সুধীর বর্মন সেগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকার অধিক।

ব্লক ভিত্তিক কৌশল মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : শনিবার কমলপুর মানিক ভান্ডার কমিউনিটি হলে ব্লক ভিত্তিক কৌশল মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলায় বিভিন্ন স্ব সহায়ক গোষ্ঠীর উৎপাদিত সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়। শনিবার বেলা ১২টায় মানিক ভান্ডার কমিউনিটি হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে ব্লক ভিত্তিক কৌশল মেলার উদ্বোধন করেন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ, দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের বিডিও সুমিত দাস প্রমুখ। এদিন মানিক ভান্ডার কমিউনিটি হলে কৌশল মেলাকে কেন্দ্র করে এস এইচ জি গ্রুপের বিভিন্ন গ্রামীন মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের বিডিও সুমিত দাস। ভাষনে বিডিও সুমিত দাস বলেন, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের অধীন কৌশল মেলা বছরে দুই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে সুরমা মরাছড়া কমিউনিটি হলে হয়ে গেছে। কৌশল মেলার মূল উদ্দেশ্য হল, উদ্যোগী গ্রামীণ মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভরের মাধ্যমে উন্নত করা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধনী ভাষণে ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস বলেন, মেলার আয়োজনের উদ্দেশ্য গ্রামীণ মহিলাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তুলা। যারা এস এইচ জি গ্রুপ করছেন তারা কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমে ব্যাংক লোনের সাহায্যে পেতে পারেন। সভাধিপতি আরো বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন চালু করেছেন। আমাদের ধলাই জেলায় ৭,৫০০ এস এইচ জি গ্রুপ আছে।তার মধ্যে ৬০ হাজার দিদিরা যুক্ত রয়েছে।

৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের ৫ স্থানে বিএসএফ-র রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ -এর ৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ আগরতলার শালবাগানে বাহিনীর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের প্রধান কার্যালয়ের কম্পোজিট হাসপাতালে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজ সকালে এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আই জি প্যাটেল পীযুষ পুরুষোত্তম দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেন, সীমান্ত প্রহরার মতো দায়িত্ব পালনসহ দেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে বিএসএফ। রক্তদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজেও এগিয়ে এসেছে বিএসএফ। এর জন্য তিনি বিএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বিএসএফ এর আই জি প্যাটেল পীযুষ পুরুষোত্তম দাস বলেন, আগামীকাল বিএসএফ-এর ৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ, আগরতলা, গকুলনগর, উদয় পুর, পানিসাগর ও তেলিয়ামুড়ায় একইসঙ্গে রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে এক হাজারেরও বেশি বিএসএফ জওয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্যগন রক্ত দান করবেন।

রক্তদান নিয়ে কম্পোজিট হাসপাতালের প্রধান বিএসএফ-এর ডি আই জি ডাক্তার মধুছন্দা মজুমদার বলেন, ত্রিপুরাতেও রক্তের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ক্যান্সার রোগী, অস্ত্রপচার, দূর্ঘটনা ইত্যাদি কারনে যে কোনও সময় রক্তের প্রয়োজন হয়। রক্তের বিকল্প নেই। রক্ত মানব দেহেই তৈরি হয়। রক্তের পৃথকীকরনের মাধ্যমে এক ইউনিট রক্ত চাহিদা অনুযায়ী তিনজন রোগীকে সরবরাহ করা সম্ভব বলে তিনি জানান। রক্তদানকে ঘিরে বিএসএফ জওয়ান ও তাদের পরিবারের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

এদিকে, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ সকালে বিএসএফ কার্যালয় থেকে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এক মিনি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। এই মিনি ম্যারাথন নিয়েও বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে উৎসাহ ছিল প্রচুর। ১৫০ জন বিএসএফ জওয়ান ম্যারাথনে অংশ নেন। নেতৃত্ব দেন বিএসএফ-এর ৮১ নাম্বার ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড রাকেশ কুমার লাঙ্গে।

রাজ্যে উন্নয়নের স্বার্থে পুরোনো রাজভবনের পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের চিন্তা ভাবনা চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: পুরোনো রাজভবনে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ হলে রাজ্যের উন্নয়ন হবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য মিউজিয়াম এন্ড কালচারাল সেন্টারকে তাজ হোটেল গ্রুপের হাতে তুলে দেবে বলে রাজ্য দরকার চিন্তা ভাবনা করছে। একটি পাঁচতারা হোটেল বানানোর জন্য এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, পুষ্পবন্ত প্রাসাদ রাজ্যের এমন একটি প্রাচীন ঐতিহ্য যা জাতি জনজাতিদের মিলনায়তন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিচিত। হোটেল তৈরির বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে রাজ্যের একাংশ জনগণের মধ্যে এ নিয়ে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। আজ ওই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো রাজন্য আমলের স্মৃতি না ভেঙ্গে বরং নতুন করে নবকলেবরে ঠিকঠাক করে যদি হোটেল নির্মান করা হয়, তবে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো উচিত।

তিনি আরো বলেন, এই ধরনের উদ্যোগে বাধা না দিয়ে এক্ষেত্রে সহযোগিতা করা উচিত। কারণ এতে দেশ বিদেশের লোকজন রাজ্যে আসবে যা রাজ্যের জন্য আরো ভালো বলে প্রমাণিত হবে।

কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জলের ট্যাঙ্ক কাজে আসেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : পেঁচারথলে এবং কুলাইয়ে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জলের ট্যাঙ্ক অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই ট্যাঙ্ক এলাকাবাসীর কাজেই আসে নি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পেঁচারথলবাসী এবং কুলাইবাসীর পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের করার জন্য জল সম্পদ দপ্তর থেকে দুটি ট্যাঙ্ক তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, ওভার হেড ট্যাংক দুটি নির্মাণ করতে দপ্তরের ব্যয় হয়েছিল প্রায় আড়াই কোটি টাকা।পেঁচারথলে ট্যাংকটি নির্মাণ করা হয়েছিল ব্লক এরিয়ায়। ব্লক এবং থানার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। জনবহুল এলাকা। উদ্দেশ্য ছিল এই ট্যাংকের মাধ্যমে বাড়ি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে কুলাই দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ঠিক লাগোয়া টিলায় একই মাপের আরেকটি ট্যাঙ্কট নির্মাণ করা হয়েছিল। এই দুটি ওভার হেড ট্যাংক তৈরির পর একদিনের জন্যও সেগুলি কাজে আসে নি। বিশাল এবং ব্যয়বহুলও জলের ট্যাঙ্কটি দুটি আজ দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক ধরে ছবির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। দীর্ঘ বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে বর্তমানে যে কোনও সময় ট্যাঙ্ক দুটি মাটিতে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আরও জানা গেছে, জলের ট্যাঙ্ক দুটি সঠিকমান বজায় রেখে তৈরি না হওয়ায় কারনে জল তোলার পর পরই ট্যাংকের গায়ে ফাটল দেখা যায়। ওভারহেড ট্যাঙ্ক দুটি সম্পূর্ণ নিম্ন মানের করা হয়েছিল। রডের জালি বাঁধা থেকে, ঢালাইয়ে সিমেন্ট মিশ্রনে কার চুপি করা হয়েছিল। সরকারী কোষাগারের কোটি টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও কোন কাজে আসেনি।বর্তমানে দাবী উঠেছে যে ট্যাঙ্ক দুটি ভেঙে ফেলা হোক। অন্যথায় নিকটবর্তী পেঁচারথল ব্লকের ক্ষতি হতে পারে। কুলাই জেবি স্কুলেরও ক্ষতি হতে পারে।পুরা নো ট্যাংক দুটি ভেঙ্গে সেখানে নতুন ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ করার দাবি উঠেছে।

মরণ ফাঁদে পরিণত বিলোনিয়া থেকে শান্তিরবাজার যাতায়াতের সড়ক, শীত ঘুমে পূর্ত দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে বিলোনিয়া থেকে শান্তিরবাজার যাতায়াতের সড়ক। বড় বড় মাটির স্তুপ গুলোর জন্য যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। শীতঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছে বিলোনিয়া পূর্ত দপ্তর।জানা গিয়েছে, বিগত দুমাস আগে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সময় বিলোনিয়া থেকে শান্তিরবাজার যাওয়ার পথে ছয়ঘড়িয়া চৌদ্দ দেবতা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। একটি ব্রিজ ভেঙে গিয়ে যাতায়াত অর্থাৎ দুই মহকুমার মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ১০ থেকে ১৫ দিনের মাথায় বিকল্প সড়ক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তাও অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল যাতায়াতের ক্ষেত্রে।পরবর্তী সময়ে প্রায় এক থেকে দেড় মাস পর ভেঙ্গে যাওয়া ব্রিজ সংস্কার করেছে বিলোনিয়া পূর্ত দপ্তর। তাও পরিত্যক্ত জায়গাতে পড়ে থাকা একটি ব্রিজের সরঞ্জাম এনে একটি হেংগিং বীজ তৈরি করে। যে ব্রিজে লিখে দেওয়া হয়েছে ৮ টনের উপর বেশি মালামাল নিয়ে গাড়ি চলাচল করতে পারবেনা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ব্রিজের এই করুন অবস্থার মধ্যে দিয়েও অনেক বড় বড় লড়ি এই ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করছে। যেটা যেকোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা। আর ব্রিজের প্রত্যেকটা অংশে রয়েছে বড় বড় ফাটল এবং জং ধরানো। এনিয়ে যান চালক এবং যাত্রীদের ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।তার পাশাপাশি ব্রিজের দুপাশ ধরে বেশ কিছু জায়গা নিয়ে রয়েছে মাটির ধস। যেগুলো রাস্তার দু'ধারে পড়ে রয়েছে বন্যার পরবর্তী সময়ের পর থেকে। বড় বড় মাটির স্তুপ গুলোর জন্য যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। এই মাটিগুলো সরানোর উদ্যোগ নিচ্ছে না পূর্ত দপ্তর। এসব পরিস্থিতি নিয়ে যান চালক, সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় এলাকাবাসীদের বিস্তর অভিযোগ। এখন দেখার বিষয় সংবাদ পরিবেশন নজরে আসার পর পূর্ত দপ্তর কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরায় এখন চিকিৎসা পরিষেবা অনেক উন্নত হয়েছে। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। আগামীদিনে রাজ্যে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করারও প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলার দশরথ দেব মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার ২১তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে আন্তরিক। উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজ্যের মানুষকে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলারও পরিকল্পনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। রাজ্যের চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মীদের মেধার কোনও অভাব নেই। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বর্তমানে অনেক জটিল সমস্যা ত্রিপুরার চিকিৎসকদের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। রেফার রোগীর সংখ্যাও অনেক হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা ২০০২ সাল থেকে রাজ্যে স্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মসূচিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মুখ্যমন্ত্রী এই সংস্থার কাজের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সংস্থার বিভিন্ন সদস্যের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. কে পি দেবনাথ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দিবাকর দেবনাথ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, ডা. প্রদীপ ভৌমিক, ডা. এন এল ভৌমিক। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডা. প্রিয়ব্রত সিনহা।

রাজ্যে দুই সাংবাদিক হত্যা : প্রেস কাউন্সিলে পুনরায় অভিযোগ ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : রাজ্যে দুই সাংবাদিক হত্যার তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করা ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার। তার অভিযোগটি স্বত প্রণোদিত মামলা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে রাজ্যের দুইজন সাংবাদিক হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া সাত বছরও শেষ হয়নি। এ ব্যাপারে একাধিকবার জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহ থেকে শুরু করে, রাজ্যপালের কাছেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির কাছেও চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আসামিরা এখনো খোলা আকাশের নিচে ঘুরছে। সি বি আই এর হাতে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হলেও সাত বছরও কোনো কুলকিনারা হয়নি। অবিলম্বে এ ব্যাপারে স্বত প্রণোদিত মামলা নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করার জন্য প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কাছে।

প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ তারা পেয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে। স্ত্রী সরকার জানিয়েছেন প্রেস কাউন্সিলের প্রয়োজনীয় নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। এরপরেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গ্রাহকদের সচেতন করতে রাজ্যে ভোক্তা অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে: খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : ভোক্তা অধিকার হলো যে কোনও পণ্য বা পরিষেবার গুণমান, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা, মূল্য ও মান সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হওয়ার অধিকার। ভোক্তাদের স্বার্থে সর্বজনীন ভোক্তা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা আমাদের সবার দায়িত্ব। ভোক্তা সচেতনতার উদ্দেশ্য হলো ভোক্তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে এবং কিভাবে অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রতিকার পাওয়া যায় সে সম্পর্কে অবহিত করা। আজ মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে কনজিউমার ক্লাব আয়োজিত ভোক্তা অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সাধারণ মানুষ নিজের কষ্টের উপার্জিত অর্থে বাজার থেকে জিনিস কিনে যাতে কোনও ক্ষতির সম্মুখীন না হন সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার ভোক্তা অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচির পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভোক্তা অধিকার বিষয়ক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে।গ্রাহক কিভাবে সঠিক জিনিসটি আদায়ে আইনি পরিষেবা পাবে সে বিষয়েও গ্রাহক এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান থেকে জানতে পারবেন।খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভোক্তা অধিকার বিষয়ক আইনি পরিষেবার বিষয়ে এখনও সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে জানে না। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সরকার ভোক্তা অধিকারের পরিষেবার বার্তাগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। তিনি ভোক্তা অধিকার বিষয়ক আইনি বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ। তিনিও গ্রাহক পরিষেবার জন্য খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন পরিষেবাগুলির তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, কোনও গ্রাহক যদি কোনোভাবে কোনও বিক্রেতা দ্বারা প্রতারিত হন তাহলে গ্রাহক সাদা কাগজে খাদ্য দপ্তরে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারেন অথবা www.edaakhil.nic.in এই ওয়েবসাইটে গিয়েও অনলাইনে অভিযোগ জানাতে পারেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর সত্যদেও পোদ্দার।

ভেন্ডার লাইসেন্স বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : আজ নর্থ জোনাল অফিসের উদ্যোগে ভেন্ডার লাইসেন্স বিতরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ আরো অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে পিএম স্বনিধি যোজনার মাধ্যমে বিনা আমানতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ট্রীট ভেন্ডররা উপকৃত হবেন বলেও আশা ব্যক্ত করেন বিধায়ক দীপক মজুমদার।

প্রসঙ্গত, পুর নিগমের পূর্ব জোনালের উদ্যোগে স্ট্রীট ভেন্ডরদের আত্মনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী পিএম শুবানিধি যোজনার মাধ্যমে বিনা আমানতে ঋণ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এছাড়াও অংশ নিয়েছিলেন পূর্ব জোনালের সম্মানিত চেয়ারম্যান সুখময় সাহা ও জোনালের সম্মানিত কর্পোরেটরগন। মেয়র দীপক মজুমদার পুর নিগমের পূর্ব জোনালের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং সকলেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।